মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

পুষ্টির অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাহিদ মালেক এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধামুক্ত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৮(১) অনুচ্ছেদে নির্দেশিত হয়েছে "জনগনের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।" সংবিধানের এই নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ সরকার সকলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহনের বিষয়টিকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনের আদেশে স্বাক্ষর করেন যা ছিল জাতির জনকের যুগান্তকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনগণের পর্যাপ্ত পুষ্টির জোগান নিশ্চিত করা অপরিহার্য। দেশের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। পুষ্টি জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সাম্প্রতিককালে পুষ্টি বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যথেষ্ট সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্টি উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পর বাংলাদেশ এখন ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটে উন্নয়নশীল দেশের কাতারভুক্ত হলো বাংলাদেশ। এভাবেই আমরা সকলে হাতে হাত রেখে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা" গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের বিভিন্ন অর্জন ও কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অতি দ্রুত বিশ্বে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের এই বিশেষ প্রকাশনা নিবেদনের প্রয়াসকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জাতি গঠন ছিল তাঁর অন্যতম স্বপ্ন। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে তাই জনগণের পুষ্টির স্তর ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনের আদেশে স্বাক্ষর করেন। জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠন ছিল তাঁর একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সারাদেশে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার বিস্তৃতি ও মানোন্নয়নে গত এক দশক যাবৎ বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ধারাবাহিকভাবে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। আর তারই ফলস্বরূপ গত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে বাংলাদেশের অর্জনের তালিকাটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু আশানুরূপ হারে কমার পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে খর্বতা, ক্ষীণতা ও অপুষ্টির হার দৃশ্যমানভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বেড়েছে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা ও এইচআইভি সংক্রমণের হার লক্ষণীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অর্জন করেছে এমডিজি এওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড, গ্যাভি এওয়ার্ড ও ভ্যাকসিন হিরোর মত বৈশ্বিক পুরস্কার।

বস্তুত সুস্থ জাতি গঠনে অপুষ্টির মৌলিক ও অন্তর্নিহিত সমস্যার সমাধানকল্পে স্বাস্থ্যখাতের পাশাপাশি খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা, মহিলা ও শিশু ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ হতে কৌশল প্রণয়নও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণ এবং পুষ্টির সামগ্রিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ সবসময় কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। তথাপি পুষ্টি খাতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদেরকে এ খাতের অংশীজনদের সমন্বয়ে আরও দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ সকল জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে এটিই প্রত্যাশা। উন্নত পুষ্টিধারার বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের গতিশীল ও মহতী প্রয়াসে আমার আন্তরিক শুভকামনা রইল।

০৭.০৪.২০২১
লোকমান হোসেন মিয়া

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়

বাণী

পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রাপ্যতা জনগণের মৌলিক অধিকার। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধামুক্ত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি ১৯৭৫ সালের ২৩শে এপ্রিল বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠন করেন। তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে পুনর্গঠিত করেন। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান হচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এর অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে রয়েছে নির্বাহী কমিটি ও স্থায়ী কারিগরি কমিটি। পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু এই কার্যালয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাক্রমে প্রতি বছর ২৩ হতে ২৯ এপ্রিল সারা দেশ জুড়ে সাড়ম্বরে এই কার্যালয়ের নেতৃত্বে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় জনগণের পুষ্টি প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বহুখাত ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নেতৃত্বে "দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)" এর আলোকে পুষ্টি সংশ্লিষ্ট ২২টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটসহ ১০ বছরের এবং বাজেট সহ বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ওয়েব ভিত্তিক বাংলাদেশ নিউট্রিশন প্রোফাইল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত যাতে দেশের ৮টি বিভাগ ও ৬৪টি জেলার তুলনামূলক পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূচকসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পাবলিক এক্সপেন্ডিচার রিভিউ অন নিউট্রিশন প্রকাশে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। জনগণের পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার, আলোচনা সভা, ওয়েবিনার, রেডিও অনুষ্ঠান, টিভি টকশো এবং আরও অনেক কার্যক্রম বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নেতৃত্বে চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে জনগণের উপর এর প্রভাব ও অপুষ্টির মাত্রা নিরূপণের জন্য একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয় প্রনয়ণ করে। এছাড়া জনগণের পুষ্টি সমুন্নত রাখতে এবং মহামারীকালীন সময়ে খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে জনসাধারণের জন্য পুষ্টি বার্তা প্রণয়ন করেছে। ২০১৫ সালে পুনর্গঠনের পর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ উত্তরোত্তর আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের পথে এগিয়ে চলছে। দেশের জনগণের পুষ্টির মান উন্নয়নের ও অপুষ্টি দূরীকরণে রাষ্ট্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মুজিব শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৫/০৪/২১

ডা. মো. খলিলুর রহমান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি): পুষ্টির উন্নয়নে একতাবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ

১৯৭২ সালে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের পুষ্টি উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছে; যেখানে পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রাপ্যতাকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৮(১) অনুচ্ছেদে নির্দেশিত হয়েছে "জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে"।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে, জনগণের পুষ্টি উন্নয়নের অঙ্গীকার শুধুমাত্র সংবিধানে অন্তর্ভুক্তিই নয়, উপরন্তু ১৯৭৪ সালে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭৫ সালের ২৩শে এপ্রিল পুষ্টির বহুখাতভিত্তিক সমন্বয় এবং এডভোকেসির জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি) গঠনের আদেশের স্বাক্ষর পুষ্টি উন্নয়নে জাতির পিতার দূরদৃষ্টির পরিচয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্মদিন উদযাপনের জন্য ২০২০ সালকে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকাশনাটি মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে উৎসর্গীকৃত এবং ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা কর্তৃক বিএনএনসি প্রতিষ্ঠা উদযাপন উপলক্ষে নিবেদিত।

২৩শে এপ্রিল ১৯৭৫-এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পুষ্টি পরিষদের গঠন আদেশের স্বাক্ষর

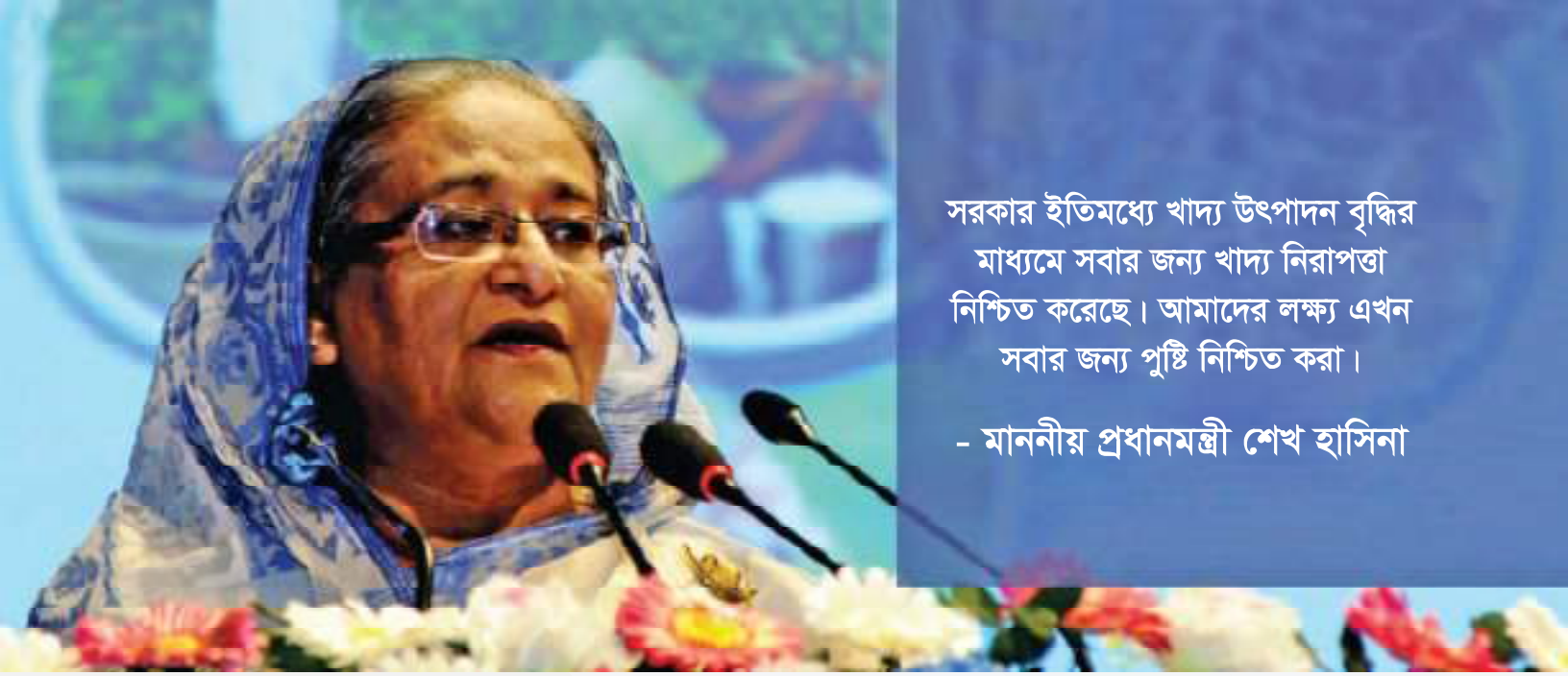

পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি আরও জোরদারকরণ

বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতির পিতার পদক্ষেপ অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রশংসনীয় নেতৃত্ব প্রদর্শন করে আসছেন। জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নেয়া পদক্ষেপসমূহ তাঁর সরকারের বিভিন্ন মেয়াদের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৭ সালে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং প্রথম জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন তাঁর সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান। ১৯৯৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প এবং জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম ২০১৫ সালের জাতীয় পুষ্টি নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ যোগান দিয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে; যার ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে বহুখাত, বহুঅংশীদার এবং বহুক্ষেত্রীয় দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (NPAN2) ২০১৬-২৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন লাভ করে। সর্বশেষ ২০২০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি (NFNSP) অনুমোদিত হয়।

বৈশ্বিক পুষ্টি অঙ্গনে, ২০১১ সালে স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN) আন্দোলন সমর্থনকারী ও স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ। পুষ্টি বিষয়ে অন্য দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে একসাথে কাজ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা SUN গ্লোবাল লিড গ্রুপের একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। বাংলাদেশ ২০১২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিবেশনে ষষ্ঠ বৈশ্বিক পুষ্টি বিষয়ক লক্ষ্য সমূহ, রোম ঘোষণা এবং ২০১৪ সালে FAO/WHO -এর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনে (ICN2) পরবর্তী দশকের কর্মপরিকল্পনা সমর্থন করে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ২০৩০ সালের এজেন্ডা এবং এ সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDG) বিশেষত এর লক্ষ্য ২-ক্ষুধা নিবারণ, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি বিষয়ক উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষির প্রসার অর্জনেও বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পুষ্টির উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় ক্রমোন্নতি: বাংলাদেশের সাফল্যগাঁথা

১৯৬২-৬৪ থেকে সাম্প্রতিক সময়ের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

১৯৬২-৬৪[১] সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) অনুষ্ঠিত প্রথম পুষ্টি জরিপে দেখা যায়, জরিপকৃত ৪৬% বাড়ীর সদস্য অপর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালোরি গ্রহণ করেন যার ৮৩% আসে মূলত শর্করা জাতীয় খাবার থেকে। উপরন্ত, ৮৫% জনগণের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণ হয়নি, ৭০% আমিষের উৎস শস্য দানা জাতীয় খাবার এবং মাত্র ১৪% আমিষের উৎস ছিল প্রাণীজ খাবার। সত্তরের দশকে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় যার ফলে দেশের বহু সংখ্যক মানুষ খাদ্য সংকটে পড়ে এবং অনেককে দীর্ঘকাল ধরে খাদ্য সহায়তার উপর নির্ভর করতে হয়। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৭০ সালে, এই দেশ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানী শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট ভয়াবহ মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু জনগণ প্রতিবেশী দেশের ত্রাণ শিবিরে বসবাস করতে বাধ্য হয়। একই সময়ে দেশব্যাপী বন্যার কারণে উত্তরাঞ্চলে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়, যার ফলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টিজনিত দুর্দশা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে, ১৯৮৫-৮৬ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৬৯% শিশু দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি (খর্বতা) এবং ১৫% শিশু তীব্র অপুষ্টিতে (কৃশতা) ভোগে।

সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভৌতিক অবকাঠামো এবং ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন শুরু করে। শিশুদের অপুষ্টি নিরসনকল্পে বঙ্গবন্ধু জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং দরিদ্রদের স্বার্থ রক্ষার নীতি ও নানাবিধ কর্মসূচির সূচনা করেন। তারপর থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে থাকে এবং আর কখনও পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

সর্বস্তরের জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশ সরকার কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মৌলিক কৌশল গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে কৃষি দেশের অর্থনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কৃষি খাত জাতীয় জিডিপি-তে ১৩% (৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) এর বেশি অবদান রেখেছে এবং ৪৩% জনসংখ্যার কর্মসংস্থানসহ

[১]পূর্ব পাকিস্তানের পুষ্টি জরিপ, মার্চ ১৯৬২-জানুয়ারী ১৯৬৪; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা অফিস, জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। মার্কিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কল্যাণ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য সেবা, মে ১৯৬৬

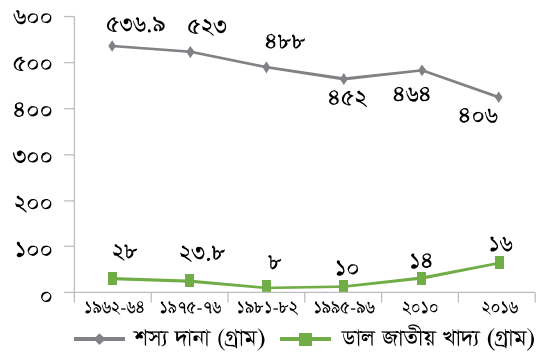

চিত্র ১: ১৯৬২-৬৪, ১৯৭৫-৭৬, ১৯৮১-৮২, ১৯৯৫-৯৬, ২০১০ এবং ২০১৬ সালে মাথাপিছু শস্যদানা ও ডাল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের (গ্রাম) প্রবণতা

[তথ্য সূত্রঃ পরিবারের আয় এবং ব্যয় জরিপ (HIES 2016)]

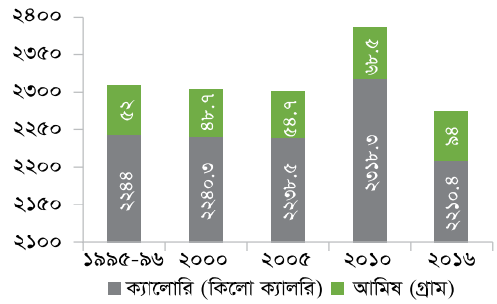

চিত্র ২: মাথাপিছু প্রতিদিন ক্যালোরি (কিলো ক্যালরি) এবং আমিষ-(গ্রাম) (মাছ, মাংস ও ডিম) গ্রহণের প্রবণতা

[তথ্য সূত্রঃ পরিবারের আয় এবং ব্যয় জরিপ (HIES 2016)]

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, পুষ্টি এবং জীবিকা নির্বাহ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে[২]।

প্রতি হেক্টরে মোট ধানের ফলন ও উৎপাদন গত চার-পাঁচ দশকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মোট উৎপাদন ১৯৭০-১৯৭১ সালে ১০৮.৬৮ মেট্রিক টন থেকে ২০১৪-২০১৫ সালে ৩৪৭.১০ মেট্রিক টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে যা ২১৯% উৎপাদন বৃদ্ধি নির্দেশ করে। একই সময়ে গড় ফলন হারও (প্রতি হেক্টরে মেট্রিক টন) ১.০৯৬ থেকে ৩.০৪১ এ বেড়েছে (চিত্র ৩)। ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অতিক্রম করে, কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার (৪৫৪ গ্রাম/ ব্যক্তি/ দিনের ভিত্তিতে) চেয়ে বেশি অর্জিত হয়[৩]।

[২]৪৫ বছরের প্রধান ফসলের কৃষির পরিসংখ্যান (আউস, আমন, বোরো, পাট, আলু এবং গম), জানুয়ারী ২০১৮, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ (এসআইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

[৩]বাংলাদেশে খাদ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টি: অগ্রগতি এবং নির্ধারণকারী; মাহাবুব হোসেন, ফিরদৌসী নাহার ও কাজী শাহাবুদ্দিন; আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;

১৯৯৬-৯৭ সালে বাংলাদেশ শুধুমাত্র ধান উৎপাদন অর্থে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে[৪]। পরবর্তীতে সময়ের ধারাবাহিকতায় জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয়। অ-শস্যদানা জাতীয় খাদ্য (যেমন, শাকসব্জী, ফলমূল এবং প্রাণীজ) থেকে আসা ক্যালরির পরিমান তুলনামুলকভাবে পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে গৃহীত ক্যালরির ৬৪% শস্য দানা জাতীয় খাদ্য থেকে আসে।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে খাদ্য উৎপাদনে বৈচিত্রকরণ, ধান উৎপাদনে ক্রমাগত বৃদ্ধির নিয়মিত ধারা, মৎস্য উৎপাদনে অসাধারণ অগ্রগতি এবং পশু সম্পদ উৎপাদনে উৎসাহ ব্যঞ্জক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৬-এর সমীক্ষা মতে, বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বর্তমানে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা জনপ্রতি ৬০ গ্রাম/দিন এর বিপরীতে মাথাপিছু লক্ষ্যমাত্রা ৬২.৫৮ গ্রাম/দিন মৎস্য জাতীয় আমিষ গ্রহণ করা হচ্ছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর প্রতিবেদন 'দ্য স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড ফিশারি অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০১৮' অনুসারে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাধারে মাছ উৎপাদনে তৃতীয় এবং মাছ চাষে বিশ্বে ৫ম স্থানে রয়েছে। মৎস্য

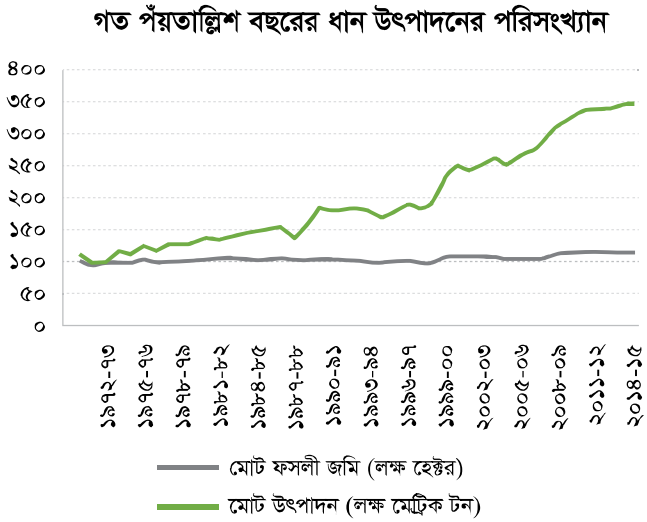

চিত্র ৩: ১৯৭০-৭১ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মোট চাল উৎপাদন (আউশ + আমন + বোরো) এবং ফসলী জমির পরিমাণ

খাতের বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার অনুযায়ী ২০২০-২১[৫] সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন (চিত্র ৪) অর্জনের আশা করা হচ্ছে। বিগত ১২ বছরের উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার

৫.০১% অর্জিত হয়েছে এবং ১২% এর বেশি জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা অর্জনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই খাতে নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৯) অনুযায়ী জাতীয় জিডিপি-তে মৎস্য খাত ৩.৫০% এবং দেশের মোট কৃষি জিডিপি-তে ২৫.৭২% অবদান রাখছে।

বর্তমানে, 'প্রতি কৃষি শ্রমিক কর্তৃক সংযোজিত কৃষিমূল্য' (agricultural value added per worker) যা কৃষি উৎপাদনশীলতায় একটি পরিমাপক এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ২.৩.১-এর বদলি সূচক হিসাবে বিবেচিত হয় যা ১৯৯০-২০০৪[৬] এর তুলনায় ২০০৫-২০১৭ সময়কালে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের মোট ব্যয়ের কত শতাংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় হয় তা পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা পরিমাপে একটি উপযুক্ত নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, পরিবারে খাদ্য ক্রয়ে তুলনামূলক বেশি ব্যয় হলে, কম খাদ্য নিরাপত্তা নির্দেশ করে। পরিবারের আয় এবং ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশী পরিবার খাদ্য ক্রয়ে আয়ের ৪৮% ব্যয় করেছে যা ২০১০ সালে ছিল ৫৫%। ২০১৬ সালে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সংক্রান্ত ব্যয় মোট পারিবারিক ব্যয়ের ৫০% ছিল; তবে শহরাঞ্চলে পরিবারে খাদ্য-ব্যয় হ্রাস পেয়ে ৪৩% তে নেমে আসে। ২০১৬ সালে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে এবং শহরাঞ্চলে অন্যান্য ব্যয় খাদ্য-ব্যয়কে অতিক্রম করেছে যা বাংলাদেশী জনগণের জীবনমানের উন্নতির ইঙ্গিত বহন করে[৭]।

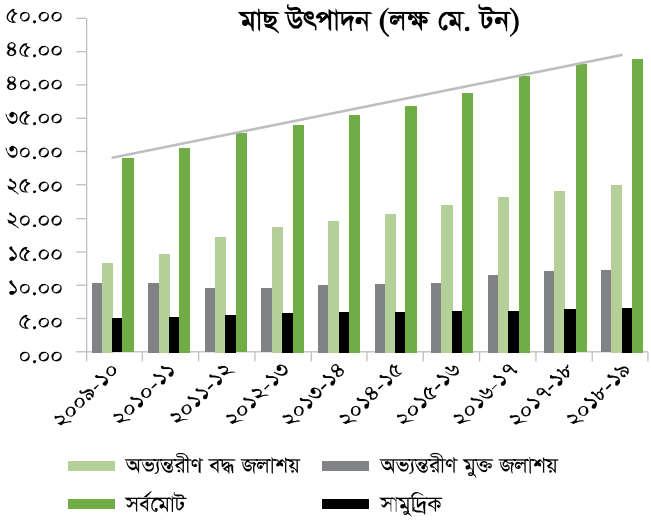

চিত্র ৪: বাংলাদেশে গত দশ বছরে মাছের উৎপাদন

ম্যানিলা, ফিলিপাইন। ভলিউম ২, নং, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১০৩-১৩২।

[৫]বাংলাদেশ মৎস্য পরিসংখ্যানের ইয়ার বুক ২০১৮-১৯, ফিশারি রিসোর্সেস সার্ভে সিস্টেম, মৎস্য বিভাগ বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, www.fisheries.gov.bd

[৬]বাংলাদেশ দ্বিতীয় দেশ বিনিয়োগ পরিকল্পনার মনিটরিং রিপোর্ট, মে ২০১৯; খাদ্য পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ইউনিট (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রনালয়।

[৭]গৃহস্থালী আয় এবং ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ (এসআইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশে শিশু পুষ্টি অবস্থার উন্নতির ক্রমধারা

গত চার দশকে (১৯৮৫-২০১৮) পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বয়সের তুলনায় কম ওজন ৬৯%, খর্বতা ৫৫% ও কৃশতা ৪৩% হ্রাস পেয়েছে (চিত্র ৫)।

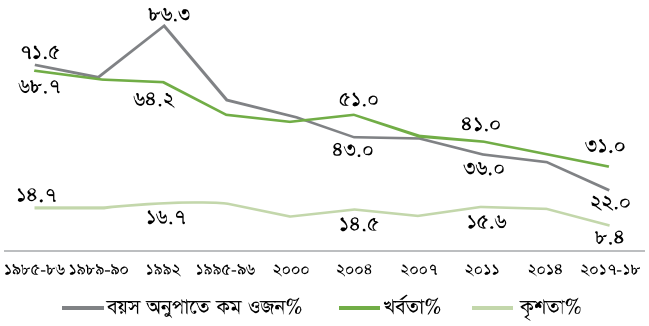

চিত্র ৫: শিশু পুষ্টি অবস্থার উন্নতির ক্রমধারা (১৯৮৫-২০১৮)

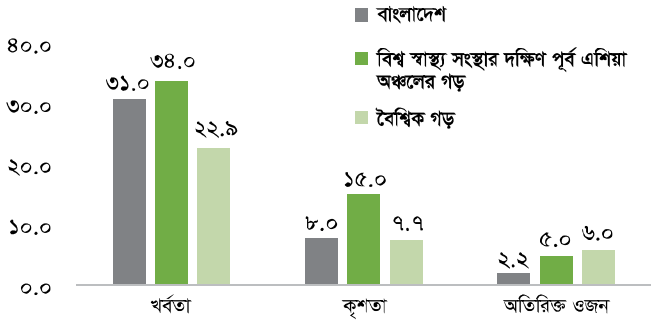

চিত্র ৬: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গড় এবং বৈশ্বিক গড়ের সাথে বাংলাদেশের <৫ শিশুদের পুষ্টির তুলনামূলক চিত্র (%)

চিত্র ৬ অনুযায়ী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশে খর্বতার হার কম হলেও বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় তা বেশি। বাংলাদেশে কৃশতার হার বৈশ্বিক গড়ের প্রায় সমান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের তুলনায় প্রায় ৫০% কম। তবে অতিরিক্ত ওজনের শিশুদের হার বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক গড় উভয়ের থেকে তুলনামুলক ভাবে কম (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৭)।

অনুপুষ্টি কণার অভাব হ্রাসের চমকপ্রদ অগ্রগতি

বিগত কয়েক দশকে অনুপুষ্টির ঘাটতি রোধে বাংলাদেশের অগ্রগতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। বিশেষ করে, ৭০-৮০ এর দশকে ভিটামিন এ 'র ঘাটতি ছিল একটি ভয়াবহ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এই সময় প্রায় ৪% অল্প বয়সী শিশু রাতকানা রোগে ভুগতো। যার ফলে প্রতি বছর ৩০,০০০ এরও বেশি অল্প বয়স্ক শিশু অন্ধ হয়ে যেত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী ভিটামিন এ 'র স্বল্পতা ১% এর বেশি হলে তা জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সমস্যার প্রতিকার হিসেবে, তখন থেকে নেয়া দেশব্যাপী সফল ভিটামিন এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ রাতকানা জনিত অন্ধত্ব সমস্যা আজকে ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৪ সালের মধ্যে সাবক্লিনিকাল ভিটামিন এ এর ঘাটতিজনিত সমস্যা ৫৬% থেকে কমে ২০১১-১২ সালে মাত্র ২০% এ এসে দাঁড়িয়েছে (চিত্র ৭), যা অতীতের তুলনায় ৬৩% কম (জাতীয় অনুপুষ্টি জরিপ ২০১১)।

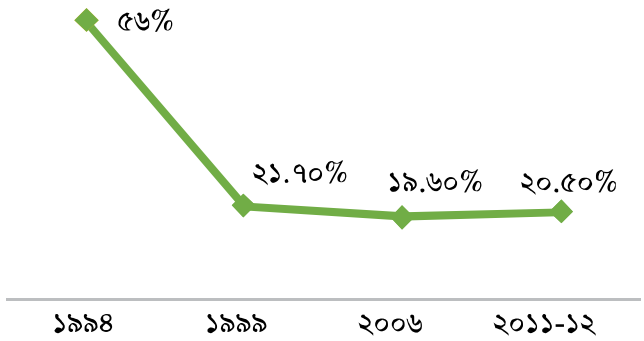

চিত্র ৭: অল্প বয়সী শিশুদের মধ্যে সাবক্লিনিকাল ভিটামিন এ এর ঘাটতির প্রবণতা

আয়োডিন এক ধরণের খনিজ পদার্থ যা মেধা ও মস্তিষ্কের বিকাশ সাধন করে। এর অভাবে মেধার বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং গলগণ্ড হয় যেখানে থাইরয়েড গ্রন্থির মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে। বাংলাদেশে তিন দশক আগে, প্রায় অর্ধেক শিশু এবং মহিলারা গলগণ্ডে আক্রান্ত হতো এবং তাদের প্রায় ৭০% সাবক্লিনিকাল আয়োডিন স্বল্পতায় ভুগতো। নব্বইয়ের দশকে সার্বজনীন লবণে আয়োডিন যুক্তকরণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে গলগণ্ডের প্রকোপ ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ২০১১-১২ সালের মধ্যে শিশু এবং মহিলাদের উভয় ক্ষেত্রে (চিত্র ৮) সাবক্লিনিকাল আয়োডিনের ঘাটতি হ্রাস পেয়ে প্রায় ৪২% এসে দাঁড়িয়েছে (জাতীয় অনুপুষ্টি জরিপ ২০১১)।

শিশু এবং মহিলাদের রক্ত স্বল্পতার প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে আরও একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা। আশির দশকের শুরুতে প্রায় তিন চতুর্থাংশ অল্প বয়সী শিশু এবং মহিলাদের মধ্যে রক্ত স্বল্পতা ছিল যা গত তিন দশকে ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালে অল্প বয়সী শিশু এবং মহিলাদের মধ্যে রক্ত স্বল্পতার হার ছিল ৭৩% ও ৭৪% যা ২০১১-১২ সালে যথাক্রমে ২৬% ও ৩৩% এ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ হ্রাসের হার যথাক্রমে ৫৫% ও ৬৫% (চিত্র ৯)। রক্ত স্বল্পতা রোধকল্পে বৈচিত্র্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি অধিক পরিমাণ প্রাণীজ আমিষযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিঃ দ্রঃ এ বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য সাম্প্রতিকালে পরিচালিত একটি জাতীয় জরিপের ফলাফল থেকে সহসাই জানা যাবে।

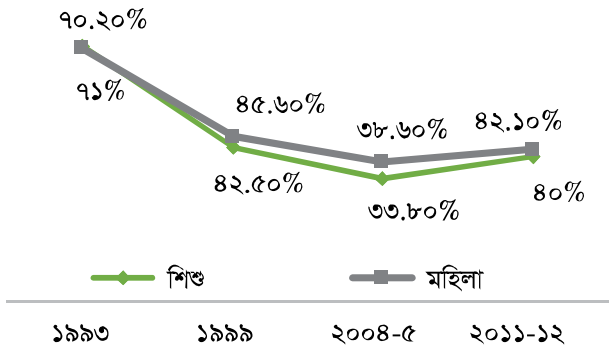

চিত্র ৮: শিশু এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সাবক্লিনিকাল আয়োডিন ঘাটতির হার

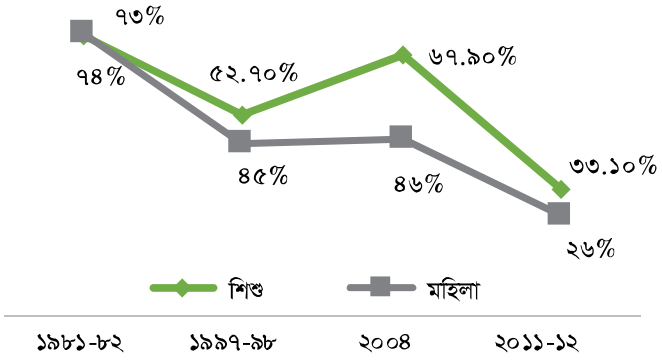

চিত্র ৯: অল্প বয়সী শিশু এবং মহিলাদের রক্ত স্বল্পতার প্রাদুর্ভাব

বাংলাদেশে পুষ্টির মাইলফলক সমূহ (১৯৭২-২০২১)

১৯৭২ — ১৯৭২ সালে সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে পুষ্টিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি

১৯৭৪ — জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

১৯৭৫ — জাতীয় পুষ্টি পরিষদ প্রতিষ্ঠা

১৯৮৪ — বিকল্প শিশুখাদ্য বিপণন নীতিমালা (BMS Code) সম্পর্কিত অধ্যাদেশ জারি

১৯৮৯ — আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন প্রনয়ন

১৯৯০ — চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম বারের মতো পুষ্টি সম্পর্কিত বিষয়কে আলাদা অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্তি

১৯৯২ — ইন্টারন্যাশনাল নিউট্রিশন কনফারেন্সে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশের পুষ্টি বিষয়ক কান্ট্রি পেপার তৈরি

১৯৯৫ — বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প

১৯৯৭
- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি প্রণয়ন
- জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

২০০০ — জাতীয় পুষ্টি কমসূচি

২০০৬ — জাতীয় খাদ্য নীতি প্রণয়ন

২০১০ — বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা

২০১১ — HPNSDP-তে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ

২০১৩
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
- নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণয়ন
- ভোজ্য তেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩

২০১৫ — জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ প্রণয়ন

২০১৬
- বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫) প্রণয়ন

২০১৮ — জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে পুষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়া

২০২০ — জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন

২০২১
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বহুমুখী পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত এবং হাইলাইট করা হয়
- ইউএন ফুড সিস্টেম সামিট ২০২১-এ অংশগ্রহণ
- টোকিও নিউট্রিশন ফর গ্রোথ সামিট ২০২১-এ অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের সমন্বয় প্রক্রিয়া

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান যেখানে পুষ্টি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ১৫টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। দুটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি এই কাউন্সিলকে সরাসরি সহায়তা প্রদান করে। প্রথমটি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৮টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি বহুখাতভিত্তিক নির্বাহী কমিটি যার দায়িত্ব নীতি নির্দেশনা প্রদান করা। দ্বিতীয়টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্থায়ী কারিগরি কমিটি যা পুষ্টি সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচীর কারিগরি তদারকি করে থাকে। এছাড়াও, পুষ্টি কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বিএনএনসি এর আওতায় পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক ওয়ার্কিং লেভেল প্ল্যাটফর্ম রয়েছে [৮]।

বিএনএনসি কার্যালয় পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু যা বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয়, এডভোকেসি, মূল্যায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়াও কাউন্সিল, নির্বাহী কমিটি এবং স্থায়ী কারিগরি কমিটিকে নীতি সম্পর্কিত কারিগরি ও সাচিবিক সহায়তা সহ NPAN2 এর সফল বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তদারকি করে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি সমন্বয় কমিটিসমূহ বিএনএনসির পক্ষে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা, সমন্বয়, তদারকির ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের পুষ্টি বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ। জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রমের সাথে বিএনএনসি- এর নিবিড় সহযোগিতা ও সমন্বয় রয়েছে।

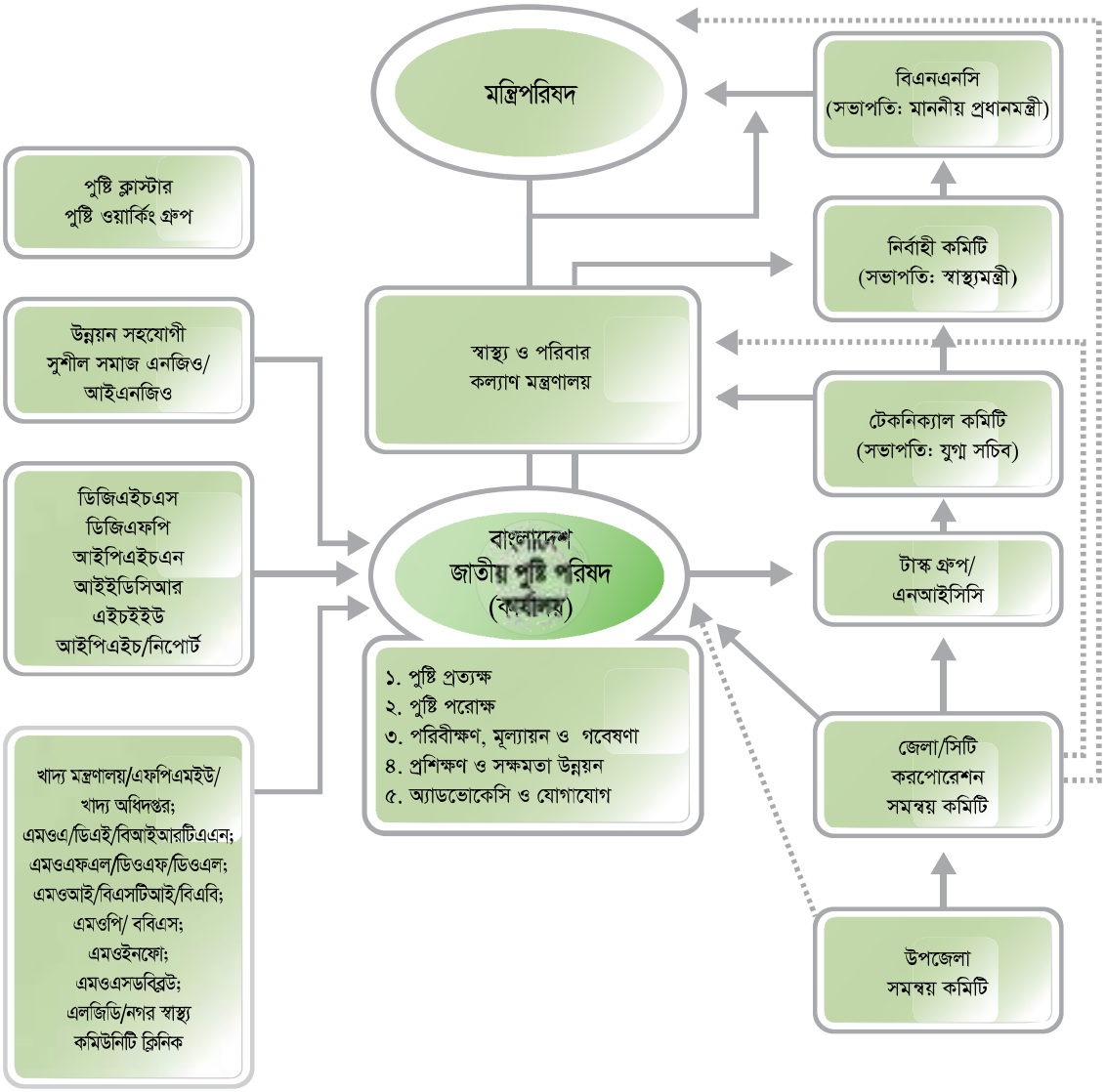

চিত্র-১০: বহুখাত, বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তর ভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কাঠামো

[৮] ১. পুষ্টি প্রত্যক্ষ, ২. পুষ্টি পরোক্ষ, ৩. পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা, ৪. প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ৫. অ্যাডভোকেসি এবং যোগাযোগ

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের বিশেষ অর্জনসমূহঃ ১৯৭৫-২০২১

১৯৭৫

- জাতীয় পুষ্টি পরিষদ প্রতিষ্ঠিত

১৯৯৭

- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি প্রণয়ন
- জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

১৯৯৮

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

২০১৫

- জাতীয় পুষ্টি নীতি প্রণয়ন
- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ পুনর্গঠন

২০১৬

- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২৫ (NPAN2) প্রণয়ন

২০১৭

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত
- কাউন্সিল সভায় দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (NPAN2) অনুমোদন
- জাতীয় পর্যায়ে NPAN2 বহিতকরণ

২০১৮

- জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০১৮ উদযাপন
- প্রথমবারের মত মন্ত্রণালয়ভিত্তিক দশ বছর মেয়াদী পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক ওয়ার্কিং লেভেল প্ল্যাটফর্ম গঠনের আদেশ জারি

২০১৯

- জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপন
- মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রস্তুতকরণ
- পুষ্টি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সরকারী বরাদ্দ ও ব্যয়ের পর্যালোচনা (PER-N)
- NPAN2 পরিবীক্ষন প্রতিবেদন ২০১৬-১৮ প্রস্তুতকরণ
- বাজেটসহ এডভোকেসি পরিকল্পনা (Advocacy Plan) প্রণয়ন
- মন্ত্রণালয়ভিত্তিক পুষ্টি সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদের ঘাটতি ও চাহিদা নিরূপণ
- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা প্রস্তুতকরণ
- মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সুনামগঞ্জে জেলা-উপজেলার বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা উদ্বোধন
- বাংলাদেশে অপুষ্টি নিরসনে প্রতিশ্রুতির যৌথ ঘোষণায় অংশগ্রহণ

২০২০

- জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বিএনএনসির সমন্বয় শাখার মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে সহমত প্রদান
- বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কৌশলপত্র প্রণয়ন
- কোভিড-১৯ ও অন্যান্য জরুরী অবস্থার জন্য খাদ্য প্যাকেজ ও পুষ্টি বার্তা তৈরি
- পুষ্টির সার্বিক অবস্থার উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সম্ভাব্য তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যার প্রাক্কলন ও পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন
- কোভিড-১৯ মহামারী জনিত আর্থ সামাজিক সহায়তাকল্পে বাজেটসহ বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা
- বাজেটসহ এডভোকেসি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন
- মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ প্রস্তুতকরণ
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (8FYP) পুষ্টি বিষয়ক অংশ প্রনয়নে সহযোগিতা প্রদান
- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ
- NPAN2 পরিবীক্ষন প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ প্রস্তুতকরণ

২০২১

- মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা
- কোভিড -১৯ অতিমারির দরুন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের সম্ভাব্য পরিণতি বিশ্লেষণ ও সুপারিশ
- বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
- বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি উন্নয়ণে মানব সম্পদ সক্ষমতা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ কৌশল এবং নির্দেশিকা প্রস্তুত
- বাংলাদেশে পুষ্টি সংবেদনশীল পুষ্টি উন্নয়ণের বাধাসমূহ বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন
- জাতীয় পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক নিউট্রিশন সার্ভিলেন্স সিস্টেম প্রণয়নের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত

বিএনএনসি -এর মূল অর্জনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ১৯৯৭

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ১৯৯৭-এ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে পুষ্টি খাতের বহুমাত্রিক ব্যবস্থাপনার কথা স্বীকৃত হয় এবং অনুধাবন করা হয় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট খাত দ্বারা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে পুষ্টির সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট গুরত্বপূর্ণ খাতসমূহ বিশেষ করে কৃষি, খাদ্য ও স্বাস্থ্য খাতের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় স্থাপন জোরদার করা প্রয়োজন। খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ১৯৯৭ -এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণের পুষ্টিস্তর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করা, যা প্রবীণ নাগরিকসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। এছাড়াও এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস তৈরি করা। খাদ্য ও পুষ্টি নীতির বাস্তবায়ন কৌশলে নিম্নলিখিত চারটি প্রধান খাতের সমন্বিত কাযক্রমের প্রাধান্য দেওয়া হয়ঃ ১) খাদ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ ২) স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পরিবেশ ৩) পুষ্টি শিক্ষা ও আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ এবং ৪) জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ।

জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৭

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতির বাস্তবায়ন এবং ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত পুষ্টি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণের ফলশ্রুতিস্বরূপ জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশে তৎকালীন সময়ে পুষ্টি সম্পর্কিত প্রধান সমস্যাগুলো সবার গোচরে আনা হয় যার মধ্যে ছিলঃ দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য ঘাটতি, মাতৃকালীন অপুষ্টি, শিশুর কম জন্ম ওজন, শিশুকে মায়ের দুধ ও পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর অপর্যাপ্ততা, আমিষ ও শক্তির ঘাটতিজনিত অপুষ্টি এবং অণুপুষ্টির কণার ঘাটতি ইত্যাদি। এই সমস্যাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় ২০১০ সালের মধ্যে কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, যা হচ্ছে - খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি, আমিষ ও শক্তির ঘাটতিজনিত অপুষ্টি হ্রাস, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, অণুপুষ্টি কণার ঘাটতি হ্রাস, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা প্রসার এবং পুষ্টির প্রচারণা, শিক্ষা এবং জনগোষ্ঠীর অংশীদারি বৃদ্ধি ইত্যাদি।

জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫

'পুষ্টি উন্নয়নের বুনিয়াদ' এই শ্লোগানকে উপজীব্য করে বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় পুষ্টি নীতি অনুমোদন করে। পুষ্টি নীতির রূপকল্প হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ কাঙ্ক্ষিত পুষ্টি লাভের মাধ্যমে সুস্থ ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকারী হবে। পুষ্টিনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ (১) শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা সহ সকল নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার সার্বিক উন্নতিসাধন (২) বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা (৩) পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা (৪) পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা (৫) পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল খাতের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ১৯৯৭ বাস্তবায়নের সফলতা ও ব্যর্থতা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা, পুষ্টি খাতে নতুন এবং প্রমান-ভিত্তিক জ্ঞান ও কার্যক্রম জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ তে প্রতিফলিত হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ১৯৯৭ তে দারিদ্র এবং ক্ষুধা হ্রাসকে পুষ্টিস্তর উন্নয়নের মুখ্য কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল, যেখানে জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ তে পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রমের মাধ্যমে অপুষ্টির বহুমাত্রিক কারণ দূরীকরণে বহুখাতভিত্তিক কৌশলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা সামগ্রিক পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভা

১৯৭৫ সালে জাতির পিতার স্বাক্ষরে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর একাধিকবার এই পরিষদের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। বিগত ১৩ই আগস্ট ২০১৭ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পুনর্গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের প্রথম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করে। এই সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, খাদ্যমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলাম, এলজিআরডি মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে তাদের নিজস্ব উৎস থেকে বাজেট বরাদ্দপূর্বক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত স্ব-স্ব কার্যক্রমসমুহ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সংযুক্ত দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে পুষ্টির জন্য মানব সম্পদের চাহিদা নিরূপণ এবং জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৩-২৯ এপ্রিল দেশব্যাপী পুষ্টি সপ্তাহ পালন করার নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের পুনর্গঠন, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২৫ প্রণয়নকে তরান্বিত করেছে যা জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫-র প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন কৌশল হিসাবে বিবেচিত। এই কর্মপরিকল্পনায় সর্বপ্রথম বহুখাত ভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক পুষ্টি কার্যক্রম প্রাক্কলিত বাজেটসহ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টি পরিকল্পনায় বহুখাত, বহুঅংশীজন ভিত্তিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই প্রচেষ্টা জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ -এ বর্ণিত বহুখাত ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার এবং খাতসমূহের মধ্যকার সমন্বয় জোরদার করার প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করবে। এই কর্মপরিকল্পনা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN) মুভমেন্ট, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের দুই বছরের অধিক সময়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৭টি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং পরবর্তীতে গুরুত্ব বিবচনা করে আরও ৫টি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা মূলত পুষ্টিসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, কার্যপদ্ধতি এবং শাসন-কাঠামো (Governance) সংবলিত একটি উচ্চমানের নির্দেশিকা, যাতে আগামী ১০ বছরে প্রয়োজনীয় বাজেটের বিষয়েও বিশদভাবে আলোকপাত করা

হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১২,৪৬৩ কোটি টাকা (প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অনুমোদিত অগ্রাধিকার এবং অনুক্রমিক নীতিমালার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনটি সময়ক্রম বিবেচনা করা হয়েছে: স্বল্পমেয়াদি: আগামী তিন বছরে দ্রুত বাস্তবায়ন (২০১৬ থেকে ২০১৮); মধ্যমেয়াদি: আগামী ৫ বছরে বাস্তবায়ন (২০১৬ থেকে ২০২০); এবং দীর্ঘমেয়াদি: আগামী ১০ বছরে বাস্তবায়ন (২০১৬ থেকে ২০২৫)। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল প্রতিপাদ্য হলো - 'সমন্বিত পরিকল্পনা, খাতভিত্তিক বাস্তবায়ন এবং সমন্বিত মূল্যায়ন'।

বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-কে অনুসরণ করে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় জীবনচক্রব্যাপী পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে: (১) জীবনের প্রথম ১০০০ দিন; অর্থাৎ ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে শিশুর ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত, (২) কিশোরী, (৩) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা, (৪) বয়স্ক জনগোষ্ঠী, এবং (৫) শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বাক্ষরে ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল জাতীয় পুষ্টি পরিষদ প্রতিষ্ঠা স্মরণীয় করে রাখতে, ১৯৯৭ সালে কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ২৩-২৯ এপ্রিল জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপিত হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কার্যক্রম স্থবির ছিল, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। পুনর্গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের ২০১৭ সালের প্রথম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পুনরায় পালনের নির্দেশনা দেন এবং ২০১৮ সাল থেকে তা দেশব্যাপী সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে।

পুষ্টি বিষয়ে প্রচারণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এটি একটি অনন্য উদ্যোগ। পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মিলিত ও সংগঠিতভাবে একই লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এটি সংশ্লিষ্ট ২২টি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনায় এবং কার্যক্রমের মূলধারায় পুষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করেছে।

এছাড়াও, পুষ্টি সপ্তাহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত ব্যাপক প্রচারের ক্ষেত্রে অনন্য সুযোগ হিসেবে ভূমিকা পালন করে যা পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপনে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পুষ্টি সম্পর্কিত গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য স্ব-স্ব কার্যক্রমের আয়োজন করে।

কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন ২০২০ ও ২০২১ সালের পুষ্টি সপ্তাহ উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল পন্থায় উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এবং জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পুষ্টি সেবা সম্মিলিতভাবে মোবাইল, সামাজিক যোগাযোগ এবং মুদ্রণ প্রচার মাধ্যমে পুষ্টিবার্তা প্রচার করে । এছাড়াও, এই উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী অপুষ্টিতে আক্রান্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ মা ও শিশুদের মাঝে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়।

পুষ্টি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সরকারী বরাদ্দ ও ব্যয়ের পর্যালোচনা

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের নেতৃত্বে এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো পুষ্টি খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করে 'Public Expenditure Review on Nutrition (PER-N)' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে পুষ্টি খাতে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ তিন অর্থবছরের সরকারী আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ করা হয়।

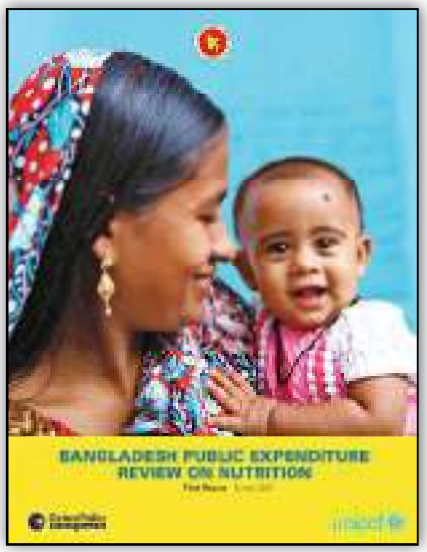

প্রতিবেদনে প্রাপ্ত মূল তথ্য ও উপাত্তঃ

- বাংলাদেশ সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে প্রায় ২৩,২১০ কোটি টাকা (২.৭ বিলিয়ন ডলার) ব্যয় করেছে, যা জিডিপির প্রায় ১% এবং জাতীয় বাজেটের প্রায় ৯%
- পুষ্টি খাতে ব্যয়ের >৭০% হচ্ছে রাজস্ব বাজেট
- পুষ্টি সংক্রান্ত প্রকল্প এবং অপারেশনাল লাইনসমূহ কমপক্ষে ১৩টি মন্ত্রণালয়ে বিস্তৃত
- পুষ্টি খাতে সর্বাধিক ব্যয়ের (পুষ্টি বাজেটের ৮০%) সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ হলো- খাদ্য মন্ত্রণালয় (৩৪%), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (২৩%), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (১৩%) এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৭%)
- অধিকাংশ ব্যয় হয় পুষ্টি-পরোক্ষ কার্যক্রমে যা প্রায় ৯৮%, বাকি ২% ব্যয় হয় পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্যক্রমে
- পুষ্টি বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার তুলনামূলকভাবে কম

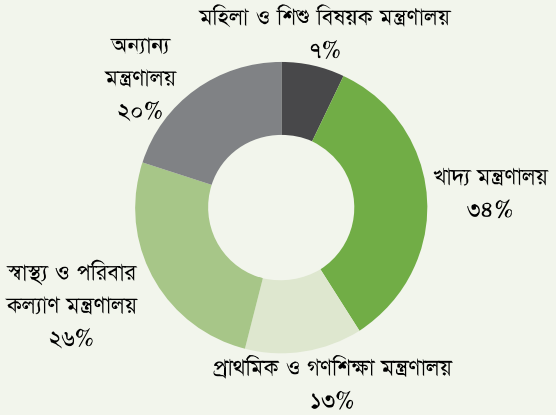

চিত্র ১০: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যয় (অর্থ বছরঃ ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭)

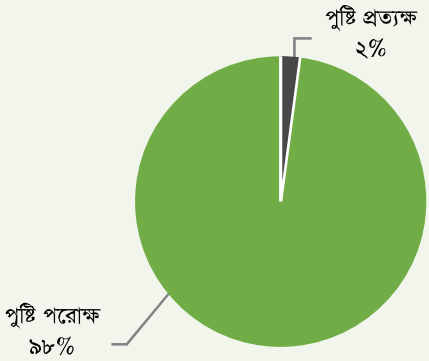

চিত্র ১১: পুষ্টি প্রত্যক্ষ এবং পুষ্টি পরোক্ষ ব্যয় (অর্থ বছরঃ ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭)

যেহেতু পাবলিক এক্সপেন্ডিচার রিভিউ (PER-N) একটি ব্যাপক, সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, তাই ভবিষ্যতে পুষ্টি খাতে নিয়মিতভাবে সরকারী ও বেসরকারি বিনিয়োগ ট্র্যাকিং ও বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নেতৃত্বে একটি সহজ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে উক্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়।

মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা, সক্ষমতা ও ঘাটতি নিরূপণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তায় বিএনএনসি ২০১৯ সালে ২০টি মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি বিষয়ক মানবসম্পদের ঘাটতি ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এই প্রতিবেদনে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান জনবলের সংখ্যা, জ্ঞান ও কারিগরি যোগ্যতা, ঘাটতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবলের ঘাটতি কমানোর উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়।

এই সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে NPAN2 এর আওতাধীন পুষ্টি কর্মসূচী পরিচালনা ও বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট ও নিবেদিত মানব সম্পদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার ঘাটতি বিদ্যমান। এই সমীক্ষায় আরও জানা গেছে ২২টি মন্ত্রণালয়ের ৭২% পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ পুষ্টি সম্পর্কে অবহিত, বাকি ২৮% কে এখনও NPAN2 এর কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত করার সুযোগ রয়েছে।

সমীক্ষার উপসংহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০টি মন্ত্রণালয়ে জাতীয় ও মাঠপর্যায়ে জাতীয় পুষ্টি নীতি, পুষ্টি কার্যক্রম সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ে অবহিতি ও ধারণা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে; পাশাপাশি প্রয়োজন অনুপাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট কার্যকলাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই পর্যালোচনাকে অনুসরণ করে বিএনএনসি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহের জন্য একটি মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ কৌশলপত্র প্রণয়ন করছে।

দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদেয় খাদ্য সাহায্যের পুষ্টি মান উন্নয়ন

খাদ্যের পুষ্টিগুণের দিকে নজর রেখে দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদেয় খাদ্য সাহায্যের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে বিএনএনসি কার্যালয় এবং জাতীয় পুষ্টি সেবা এর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১১ সদস্যের একটি কারিগরি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এই লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি খাদ্যের পুষ্টিমান, মূল্য, নিরাপদতা, সহজলভ্যতা, পরিবহন, বিতরণ, সংরক্ষণ, প্রস্তুত প্রণালী ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করে শুকনো ত্রাণ প্যাকেজে খাদ্যের উপাদান, পরিমাণ, ধরণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। এছাড়া এই কমিটি কোভিড-১৯ অতিমারী চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বয়সের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্যাকেজ তৈরি সহ সুপারিশমালা প্রদান করে।

পুষ্টির উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিরূপণ ও পরামর্শ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ অতিমারী সংকট শুরুর সাথে সাথে সরকারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এর ফলে পুষ্টির উপর সম্ভাব্য স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন হয়, যাতে বিদ্যমান পুষ্টিজনিত সার্বিক পরিস্থিতির সংকট মোকাবিলা করা যায় এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত দুর্যোগ এড়ানো যায়।

দেশের পুষ্টি বিষয়ক সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে, বিএনএনসি খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি সম্পর্কিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয় যেখানে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও এবং পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল কোভিড-১৯ সময়কালে এবং পরবর্তী সময়ে অপুষ্টির মাত্রা এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা, উচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের জন্য সংক্ষিপ্ত নীতিমালা ও সুপারিশ প্রস্তুত করা এবং সরকারের জন্য সমস্যার সমাধানের উপায় প্রণয়ন করা যাতে দ্রুত ও কার্যকরভাবে পুষ্টি সম্পর্কিত দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায়।

যেহেতু অপুষ্টির বহুবিধ সেহেতু পুষ্টির উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবও স্বভাবতই বহুমাত্রিক, যা সামাজিক অসমতা ও বৈষম্যসহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ কারণে সার্বিক পুষ্টিমানের উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক ফলাফল মূল্যায়ন করতে বিভিন্ন অন্তর্নিহিত চালিকা শক্তির উপরে নজর দেয়া হয়। সম্পর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম ছিল স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কিত সেবার প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা এবং গ্রহণ করার প্রবণতা। এছাড়া আরো ছিল চলমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, চাকুরীর সুযোগ, আর্থিক আয়, জীবন ধারণ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় কৌশল ও সক্ষমতা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে।

এ ধরণের অন্তর্নিহিত আর্থ-সামাজিক নির্ধারকের সংমিশ্রণ অপর্যাপ্ত ও অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের জন্য দায়ী, ফলে বিভিন্ন রোগের হার বেড়ে যায় এবং অধিক হারে অপুষ্টি ও অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। ২০২০ সালের জুলাই মাসে 'ল্যানসেট সাময়িকী' এ সম্পর্কিত একটি প্রাক্কলন প্রকাশ করে যেখানে লিস্ট (LiST) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ ১১৮টি দেশের একাধিক সূচক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসে যে ২০২০ সালে শিশুদের তীব্র অপুষ্টি বা কৃশতা ১৪.৩% পর্যন্ত বাড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞ কমিটি আশঙ্কা করে যে সরকার কর্তৃক আরোপিত বর্ধিত সাধারণ ছুটির সময়কাল মে মাসের শেষ অবধি অব্যাহত থাকলে অর্থনীতির উপর প্রলম্বিত নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এবং অন্তর্নিহিত নির্ধারক সমুহের মাঝারি অবনতি ঘটতে পারে। তবে, বাস্তবে অপুষ্টিজনিত অন্তর্নিহিত নির্ধারক সমূহের মধ্যে যেকোনো একটির মাঝারি অবনতি হলেও তীব্র অপুষ্টির নাটকীয় বৃদ্ধির কারণ হতে পারে যার ফলে অসুস্থতা এবং মৃত্যুর মতো মারাত্মক নেতিবাচক পরিণতি ঘটতে পারে। সাম্প্রতিক কালে একটি ল্যানসেট মডেলিং অনুমান করছে যে, "যদি নিয়মমাফিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হয় এবং খাবারের প্রাপ্যতা হ্রাস পায়, তবে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর বৃদ্ধির হার হবে বিপর্যয়কর"। কৃশতার প্রবণতা ১০-৫০% বৃদ্ধি পেলে পরবর্তী ছয় মাসে শিশু মৃত্যুর হার ১৮-২৩% বৃদ্ধি পেতে পারে। আরও একটি ল্যানসেট নিবন্ধ পূর্বাভাস দিয়েছে যে, কোভিড-১৯ এর কারণে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশসমূহে কৃশতার প্রবণতা ১৪.৩% বৃদ্ধি পেতে পারে। ল্যানসেটের ভবিষ্যৎ বাণী যদি বাংলাদেশের জন্য সত্য হয় তবে একমাত্র ২০২০ সালের মধ্যেই তীব্র আকারের অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুর সংখ্যা ৫৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২ লক্ষে উন্নীত হবে।

এ ধরণের পরিস্থিতি সম্পর্কিত আশঙ্কা বাস্তব প্রমাণিত হলে নীতি নির্ধারকদের তৎপর পদক্ষেপ গ্রহণ, সকল উন্নয়ন অংশীদারদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্পৃক্তকরণ, কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে শিশুদের তীব্র অপুষ্টি বা কৃশতা এবং মৃত্যু এড়ানো যায়। এ ক্ষেত্রে একটি ত্রিমুখী কর্মকৌশল সুপারিশ করা হয়েছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: (১) একটি সমন্বিত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংবেদনশীল কাঠামো; (২) একটি বহু খাতভিত্তিক বিভাগীয় পন্থা; এবং (৩) একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং নজরদারি পদ্ধতি।

নীতিমালা সারসংক্ষেপ: কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অপুষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

২০২০ সালের আগস্ট মাসে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে পুষ্টি অবস্থা নিরূপণ সম্পর্কিত প্রতিবেদনের প্রস্তাবনাগুলোর উপর ভিত্তি করে বিএনএনসি 'কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অপুষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা' শীর্ষক একটি নীতিমালা সারসংক্ষেপ (পলিসি ব্রিফ) প্রণয়ন করে। এ নীতিমালার সংক্ষিপ্তসার বিভিন্ন সরকারী এবং অংশীদারী সংস্থার মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে প্রাক-কোভিড-১৯ সময়কালে পুষ্টির অবস্থার উন্নতি, বাংলাদেশ সরকারের জরুরি ইতিবাচক ও গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া, কোভিড-১৯ এর কারণে অপুষ্টির প্রাক্কলন এবং সুপারিশমালার একটি সংক্ষিপ্তসার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা

কাউন্সিল সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২২টি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/বিভাগ এর পুষ্টি ফোকাল পার্সন নির্ধারণকরতঃ ৯টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয় যাতে NPAN2 সংশ্লিষ্ট পুষ্টি কার্যক্রম চিহ্নিত করে তা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/দপ্তর/বিভাগের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে এডভোকেসি করা হয়। এ ধরণের পদক্ষেপ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগীয় ও তার নিম্ন পর্যায়ে সমন্বিত পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক। যার পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক দশ বছর মেয়াদী এবং বাজেট সহ বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ প্রণয়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পুষ্টি সংশ্লিষ্ট নয়টি অপারেশনাল প্ল্যান সহ ২২টি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/বিভাগ এর পুষ্টি ফোকাল পার্সন এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অদ্যবধি ছয়টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাসমূহে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ), অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), অপারেশনাল প্ল্যান সমূহের লাইন ডিরেক্টর ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা ও উপাজেলা পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ-এ নেতৃত্ব দান এবং সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (DNCC) এবং উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (UNCC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার আদলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। বহুখাতভিত্তিক ন্যূনতম পুষ্টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন এবং পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ পর্যায়ক্রমে ৬৪টি জেলা ও ৪৯৩টি উপজেলায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ ইতোমধ্যেই জেলা/উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির পরিচালনা সহায়িকা, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য অনলাইন ভিত্তিক পদ্ধতি তৈরি এবং বিভিন্ন জেলায় তা পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও এই কার্যক্রম প্রসারের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বহুখাত ভিত্তিক রিসোর্স টিম গঠন ও তাদের কর্মপরিধি নির্ধারণ করা দেওয়া হয়েছে। রিসোর্স টিমের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্যাকেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক বহুখাতভিত্তিক বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০: সুনামগঞ্জ মডেল

সুনামগঞ্জ জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ব্যবস্থাপনায় জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ও সহযোগিতায় একটি অংশগ্রহণমূলক বহুখাতভিত্তিক বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়ন করে। এ ধরণের পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান, পুষ্টির অবস্থা এবং মানুষের টেকসই জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করবে। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি উক্ত কর্মপরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা প্রস্তুত করেছে। জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্যদের ব্যবহারের জন্য এই সহায়িকাটি সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাঁরা অর্পিত দায়িত্ব, ভূমিকা ও কর্মপরিধি বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে ধারনা লাভ করেন। ২০১৯ সালের ১০ই জুলাই 'জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বহুখাতভিত্তিক ন্যূনতম পুষ্টি প্যাকেজ

বহুখাতভিত্তিক ন্যূনতম পুষ্টি প্যাকেজ বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তরের সর্বনিম্ন অবকাঠামো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবা প্রদানকারী বিভাগ/ইউনিট সমূহের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য কর্মকাণ্ড সম্বলিত। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় পুষ্টি উন্নয়নের প্রাধিকার নির্ণয়, বিভিন্ন বিভাগের চলমান কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করণের মাধ্যমে স্ব স্ব জেলা ও উপজেলায় পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে।

এই পুষ্টি প্যাকেজ (পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পুষ্টি পরোক্ষ) প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হল স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে 'কাউকেই বাদ দিয়ে নয় (Leaving no one behind)' এবং স্বল্প ব্যয়ে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে পুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত বিভাগ ও সংস্থাসমুহের, যেমন - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এনজিও, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন -এর সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া । এ ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা/উপজেলার বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনের সমন্বয়ে গঠিত 'টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ' বহুধাপে বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শদায়ক কর্মশালার মাধ্যমে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজের কার্যক্রম ও সূচক নির্ধারণ করে। এছাড়াও, পুষ্টি প্যাকেজ প্রণয়নে ইউনিয়ন পরিষদের মত প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান, জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও অন্যান্য অংশীজনদের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি প্যাকেজে সাতটি মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্ত বিভাগ সমূহের বহুক্ষেত্রীয় পুষ্টি কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট সূচক অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব সূচক এবং কার্যক্রম নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সাথে সামঞ্জস্য রাখার বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা হয়েছেঃ (১) জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত ৬৪টি সূচকের মধ্য থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ২০টি সূচক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম; (২) জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা; (৩) পুষ্টি সংশ্লিষ্ট ডিএলআই (Disbursement Linked Indicator) ১৩ ও ১৪ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য 'ডিএলআই' সমূহ এবং (৪) ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা।

cyó wel‡q evsjv‡`‡ki 2019-2025 mv‡ji A¨vW‡fv‡Kwm cwiKíbv Ges ev¯evqb KvVv‡gv

evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` 2019 mv‡j cyó wel‡q 2019-25 mv‡ji Rb¨ evsjv‡`‡ki GKwU A¨vW‡fv‡Kwm cwiKíbv ˆZix K‡i‡Q| GB cwiKíbvi D‡Ïk¨ n‡jv cyói Rb¨ ivR‰bwZK Ges AvBb KvVv‡gv‡K kw³kvjx Kiv, AskxRb‡`i msKí kw³kvwjKib, cyómswkó wel‡q cwZôvwbK `wóf½i cwieZb Ges cyói Rb¨ m¤ú` ms¯vb ewY× Kiv|mswk÷ wel‡q AwfÁ‡`i mv¶vrKvi, AskxRb‡`i mv‡_ gZwewbgq Ges hvPvB Kgkvjvi gva¨‡g GB cwiKíbwU ˆZix Kiv n‡q‡Q Ges me‡k‡l wØZxq RvZxq cyó KgcwiKíbvi Aaxb A¨vW‡fv‡Kwm I †hvMv‡hvM cvUd‡gi Øviv Abyhvqx Z nq GB cwiKíbv| Gi wbawiZ †KŠkjmgn- n‡jv eûLvZwfwËK mgšq, `¶Zv I †bZ‡Zi Dbqb Ges AskxRb‡`i m¤ú„³Zv ewY×| evsjv‡`‡ki †cw¶‡Z cavb A¨vW‡fv‡Kwm Bmy¨wbaviY K‡i Zv ev¯evq‡b c‡qvRbxq কার্যক্র‡gi D‡jL i‡q‡Q G‡Z|ZvQvovI GB cwiKíbvq A¨vW‡fv‡Kwm Kivi Rb¨ 12wU †kvZgÐjx (e¨w³ I cwZôvb) wbaviY Kiv nq hvi g‡a¨ i‡q‡Q msm` m`m¨, RvZxq chv‡qi ivR‰bwZK †bZ‡e›`, cavbgšxi Kvhvj‡qi KgKZve›`, mswkó gšbvjq, wefvM, Awa`ßimgn-, ¯vbxq miKvi cwZwbwa, wgwWqv Ges †emiKvix LvZ BZ¨vw`|

GB Askx`wiZ‡K KvhKi Ges A¨vW‡fv‡Kwm cwiKíbv ev¯evq‡bi Rb¨ c‡qvRbxq m¤ú` ms¯v‡bi j‡¶¨ 2020 mv‡j ÒFramework for operationalization of the

advocacy plan for nutritionÓ bv‡g GKwU ev¯evqb KvVv‡gv ˆZix Kiv nq| GB KvVv‡gv Abyhvqx †gvU e¨v‡qi A‡aK Avm‡e bvbwea miKvix LvZ n‡Z (†hgb gšbvjq cwiKíbv, HPN †m±‡ii Acv‡ikbvj cvb , RvZxq cyó mßvn ev‡RU) Ges ewK A‡aK Avm‡e evsjv‡`k RvZxq cyó cwil‡`i mv‡_ KgiZ Dbqb mn‡hvMx Ges Ab¨vb¨ AvMnx ms¯v n‡Z| Askx`wiZ কার্যক্রম Av‡qvRb Kivi j‡¶¨ 2020-25 mv‡ji Rb¨ GKwU AMwaKvi wfwËK KgcwiKíbv ˆZix Kiv n‡q‡Q wKQybwaiZ wbYvq‡Ki wfwË‡Z , hv wKbv m¤ve¨ mn‡hvMx‡`i mv‡_ mg‡SvZv Av‡jvPbvq e¨eüZ n‡e|

evsjv‡`‡ki †cÿvc‡U cyó c‡iv³ কার্যক্রম বাস্তবায়‡bi Aši‡vqmgn- we‡klY I gj-¨vqb Ges KwgDwbwU †j‡f‡j cyói DbwZi Rb¨ GB Aši‡vq `i-Kivi Rb¨ K‡ÝcPqvj g‡Wj

পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের কাভারেজ ৯০% পর্যন্ত বাড়ানো হলেও, শুধুমাত্র খর্বতা এবং গুরুতর তীব্র অপুষ্টির প্রাদুর্ভাবের আংশিক কমাতে সক্ষম, যা এই বিষয়ে পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রমের গুরুত্ব নির্দেশ করে। দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করার উত্তরোত্তর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কারণ তাদের অপুষ্টির ঝুঁকির প্রভাব বেশি। পুষ্টির ফলাফল উন্নয়নে তাই পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যদিও পুষ্টির জন্য প্রায় ৯৮ শতাংশ ব্যয় হয়, তবে কভারেজটি নীতিনির্ধারকদের আশানুরূপ নয়। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গুরুত্ব বিবেচনা করে পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে একটি উদ্যোগ নেয়। এ ধরনের বহুখাত ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক মূল্যায়ন আমাদের দেশের জন্য প্রথম কোন অভিজ্ঞতা নয়, তবুও খুব কম দেশই এখন পর্যন্ত এ জাতীয় মূল্যায়ন সম্পন্ন

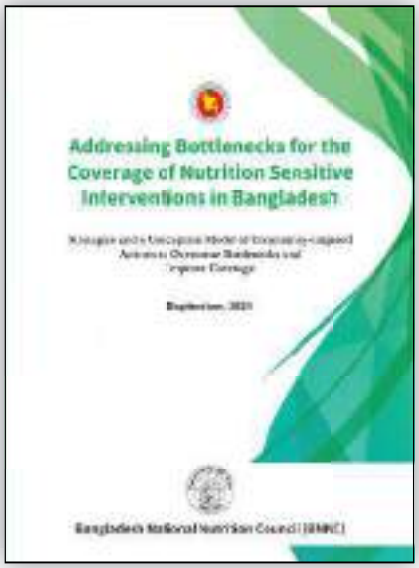

করেছে। সরকারী, একাডেমিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সংস্থার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে এ ধরনের বহুখাত ভিত্তিক পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণটি নির্বাচিত পুষ্টি পরোক্ষ সূচকসমূহের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধকারী প্রধান অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করেছে। এই অন্তরায়সমূহের মধ্যে কিছু ছিল চলমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, নীতি এবং কাঠামোগত কারণে, অন্যগুলো প্রোগ্রাম্যাটিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত। প্রোগ্রাম্যাটিক সমস্যা মোকাবেলায় স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ, সেই সাথে কাঠামোগত এবং নীতিগত সমস্যা সমাধানের জন্য মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহ নিয়ে গঠিত অন্তরায়সমূহ সমাধান করার জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিউনিটি-টার্গেটেড অ্যাকশনের একটি সেটসহ স্থানীয় পর্যায়ের প্রভাবশালী এবং বাস্তবায়নকারীদের সুবিধার উপর ভিত্তি করে জেলা ও উপজেলা

chv‡q wbewPZ †cvMvg¨wUK Aš‘vqmgn- mgvav‡bi Rb¨ GKwU K‡ÝcPgvj g‡Wj c¯ve Kiv n‡q‡Q| GB KwgDwbwU-Uv‡M‡UW g‡Wj cvBjU Kivi civgk ‡`Iqv n‡q‡Q Ges cwiKwíZ কর্মপ্রক্রিয়া M‡elYvi gva¨‡g KvhKwiZv cix¶v Kiv Ges hw` কর্মপ্রক্রিয়া M‡elYvi djvdj m‡šÍvlRbK nq Z‡e g‡WjwU Avbyôvwb ZK nv‡i evov‡bvi civgk ‡`qv n‡q‡Q| cyó Dci eûLvZwfwËK Kvhক্র‡gi cfve †evSv `ÿ¡n, we‡klZ †mme Askx`vi‡`i Rb¨ hviv mivmwi cyó mv‡_ m¤ú.³.bq| Gfv‡e, GB cÖ‡Yiv Abykxj‡bi gÖ‡- D‡Ïk¨mg‡ni g‡a¨ GKwU wQj GKwaK gšÍYvjq Ges wefvM Øviv ev¯evwqZ c‡iv¶ cyó Kvhক্রগ we¯Z.Kiv| A¨v‡mm‡g›UwU Ges cieZx †KŠkjcÎ Ges KwgDwbwU g‡WjwU msweó †÷K‡nvìvi‡`i c‡iv¶ cyó Kvhক্র‡gi e¨vcKZv DbZ Ki‡Z mnvqZv Ki‡e Ges Gi gva¨‡g bvMwiK‡`i cyó Ae¯v DbZ n‡e|

gvbem¤ú` Dbqb †KŠkjcÎ I wb‡`wkKv

evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` eûLvZwfwËK cyó wel‡q gvbem¤ú` Dbqb ‡KŠkjcÎ I wb‡`wkKv cYqb K‡i‡Q| GB D‡`¨v‡Mi j¶¨ n‡jv wØZxq RvZxq cyó Kgcw iKíbv ev¯evq‡bi wbwi‡L mswkó gšYvjq mg‡ni wewfb cwk¶‡Yi welqe¯ chv‡jvPbvi gva¨‡g cPwjZ cwkÿY কার্যক্র‡gi NvUwZ I m‡hvM wPwýZ K‡i eûLvZwfwËK cyó wel‡q Rbe‡ji `¶Zv ew×.Kiv| GQvov I GB ‡KŠkjcÎ I wb‡`wkKv wewfb gšYvjq Ges mswkó wefvMmg‡ni gvbem¤ú‡`i `¶Zv e… w×i we`¨gvb কার্যক্রম chv‡jvPbv K‡i‡Q Ges Zv‡Z NvUwZ I Dbq‡bi m‡hvMmgy` kbv³ K‡i‡Q| gvbe m¤ú‡`i `¶Zv ew×.i Rb¨ mgwšZ †KŠkj m¤cwikgvjv Ges g‡Wj Abykxjbxmn DbZ cwk¶‡Yi Rb¨ wb‡`wkKv ˆZix K‡i‡Q|

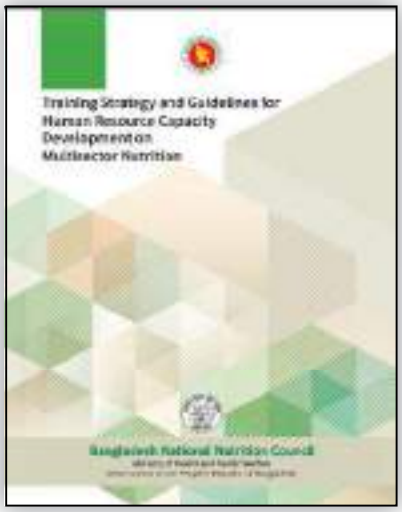

cvmw½K wewfb bw_ †hgb- RvZxq bxwZ, †KŠkj, cwiKíbv, eûLvZwfwËK cyó welqK AvšRwZK cKvkbv BZ¨vw` chv‡jvPbvi gva¨‡g GB ‡KŠkjcÎ I wb‡`wkKv cYqb Kiv n‡q‡Q| mswkó gšbvjqmg‡ni cyó m¤úwKZ Z_¨ msMn K‡i evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` MwVZ w_‡gwUK IqvwKs M‡c I cvUd‡gi mfvi gva¨‡g AwfÁRb‡`i gZvgZ wb‡q ‰Zix n‡q‡Q GB †KŠkjcÎ I wb‡`wkKv| evsjv‡`k RvZxq cyó cwil‡`i mweK mn‡hwMZvq mswkó gšYvjqmgn-Zv‡`i Kgcw iKíbvq GB †KŠkj I wb‡`wkKv Aš—f³ Ki‡j gvbe m¤ú‡`i `¶Zv ew×.mnRZi n‡e hv wØZxq RvZxq cyó Kgcw iKíbvi mdj ev¯evq‡b mnvqZv Ki‡e|

eûLvZwfwËK cyó wel‡q gvbem¤ú` Dbq‡bi j‡¶¨ wewfb wekwe`¨vjq I cwZôv‡bi mv‡_ †hŠ_ কার্যক্রম

wØZxq RvZxq cyó Kgcw iKíbvq mKj chv‡q gvbem¤ú` Dbq‡bi wel‡q †Rvi ‡`qv n‡q‡Q Ges m¤cwik Kiv n‡q‡Q †hb cwZwU †m±i Zv‡`i wbR¯ Kgcw iKíbvq cyó wel‡q `¶Zv ew×‡Z we‡klfv‡e ¸iæZ Av‡ivc K‡i|GB mKj KgKv‡Ûi gj- j¶¨ n‡jv wØZxq RvZxq cyó Kgcw iKíbv ev¯evq‡bi Rb¨ `¶ Rb‡Mvôx ‰Zix|

m¤úwZ evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` eûLvZwfwËK cyó wel‡q gvbem¤ú` Dbq‡bi cwk¶Y †KŠkjcÎ Ges wb‡`wkKv ˆZix K‡i‡Q, hvi g‡a¨ Ab¨Zg GKwU ‡KŠkj n‡jv mvZK Ges mvZ‡KvËi chv‡qi wk¶v cwZôv‡bi gva¨‡g `¶Zv ew×.Kvhcg| ZviB avivevwnKZvq evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` AwZ m¤úwZ wewfb miKvwi Ges †emiKvwi D"P wk¶v cwZôv‡bi mv‡_ GKwU gZwewbgq mfvi Av‡qvRb K‡i †hLv‡b wewfb KwiMix mnvqZv wel‡q Av‡jvPbv Kiv nq| c¯wZ Kgcšv mg‡ni g‡a¨ D‡jL‡hvM¨ n‡jv KwiKyvg cyweb¨vm K‡i Zv‡Z RvZxq cyó bxwZ Ges cyó Kvhcg mgn-Aš—f³KiY, mvZK Ges mvZ‡KvËi wk¶v_x‡`i mswkó eûLvZwfwËK welqmgn‡K w_wmm, wWRvi‡Ukb I M‡elYvi wel‡q hy³KiY, wk¶v_x‡`i wk¶vmd‡i evsjv‡`k RvZxq cyó cwil‡` Avmv A_ev AwZw_ wk¶K wn‡m‡e evsjv‡`k RvZxq cyó cwil‡`i KgKZvMY wewfb wk¶v cwZôv‡b Mgb Ges mvZ‡KvËi wk¶v_x‡`i wk¶vbwek wn‡m‡e evsjv‡`k RvZxq cyó cwil‡` Kv‡Ri m‡hvM mwó.Kiv ‡h‡Z cv‡i|

AskMnYKvix mK‡jB GB D‡`¨vM‡K AvšwiKfv‡e ¯vMZ Rvbvb Ges GB Av‡jvPbv Ae¨vnZ ivLvi m¤cwik K‡ib|

†KwfW -19 AwZgwii `iæb gvB‡ক্রানিউট্রি‡q‡›Ui m¤ve¨ cwiYwZ we‡klY I mgwik

AYyzyó KYvi NvUwZRwbZ Acyó hv "hidden hunger" bv‡g cwiwPZ cvqB Acyói Ab¨vb¨ ai‡bi mv‡_ mnve¯vb K‡i| MZ `yB `k‡K evsjv‡`‡k wkï cyói ‡¶‡Î D‡jL‡hvM¨ AMMwZ mwaZ n‡q‡Q †hLv‡b LeZv, KkKvqZv Ges Kg IRbwewkó wkï i Rb¥nvm mn AYyzyó KYvi NvUwZRwbZ Acyói I D‡jL‡hvM¨ DbwZ mwaZ n‡q‡Q| Pjgvb †KwfW-19 gnvgvixi Kvi‡Y Lv`¨wbivcËv, Avq, Kgms¯vb, wewfb cwi‡lev Ges Ab¨vb¨ cvmw½K Av_-mvgwRK mP‡K Avmb †bwZevPK cfve cyói †¶‡Î AwRZ mvdj¨‡K nvm Ki‡Z cv‡i|

AYyzyó KYvi NvUwZRwbZ Acyói Dci †KwfW-19 Gi m¤ve¨cfve wbavi‡Yi ¸iæZ we‡ePbvq, evsjv‡`k RvZxq cyó cwil`, cyó I Lv`¨ weÁvb BÝwUwUDU, XvKv wekwe`¨vjq, AvBwmwWwWAvi,we Gi KwiMwi mnvqZvq wMwd_ wekwe`¨vjq (A‡÷wjqv), RwZmsN ms¯v I Dbqb mn‡hvMx cwZôv‡bi mgš‡q GKwU gj-¨vqb I c‡¶cY cwZ‡e`b cYqb K‡i‡Q| gj-¨vqb Ges c‡¶c‡Yi GB cwZqvq wfUwgb G, wRsK, Avqib, Av‡qwWb Ges wfUwgb we-12 Aš—f³ Kiv n‡q‡Q hv Rb¯v‡¯¨i Rb¨ AZ¨š¸iæZc¥ wn‡m‡e we‡ewPZ| GB cwZqvq gnvgvix ceeZx mg‡qi GKwU M‡elYvi (National Micronutrient Survey 2011-2012) djvdj‡K chv‡jvPbvi gva¨‡g ‡idv‡iÝ gvb wn‡m‡e wPwýZ Kiv n‡q‡Q| Dciš, ‡KwfW-19 mgqKv‡j GbGbGm Ges AvBwmwWwWAvi,we Øviv cwiPwjZ RvZxq AYyzyó Rixc 2021-Gi cv_wgK djvd‡ji mv‡_ Av‡jvP¨ chv‡jvPbvi djvdj¸wj m½wZc¥| †KwfW-19 cwiw¯wZi cfv‡e evsjv‡`‡ki RbM‡bi g‡a¨ AYyzyóKYvi AfveRwbZ Acyói wfbZvi wPÎ we`¨gvb| †hgb- mweKfv‡e RbM‡bi gv‡S Av‡qwWb, wRsK I wfUwgb we-12 Gi AfveRwbZ Acyói D"P gvÎvi SyK Ges wfUwgb-G Gi gvSwi gvÎvi SyK we`¨gvb| wKš kû‡i ew¯ AÂ‡ji gvbyl i g‡a¨ wfUwgb-G Gi D"P gvÎvi SyK i‡q‡Q|

mvaviYfv‡e evsjv‡ ‡ki RbMY Avqi‡bi AfveRwbZ i³¯íZvi †¶‡Î wbg SyK‡Z i‡q‡Q; Z‡e eo kni, e‡i›` AÂj Ges `w¶Y DcKj-xq AÂ‡j fM-f¯ cwb‡Z Avqi‡bi cwigvY Lyz Kg gvÎvq _vKvq D³ GjvKvmg‡ni Rb‡Mvôx‡K Avqib ¯íZvq D"P gvÎvq SyK‡Z we‡ePbv Kiv | GQvovI MfeZx bvixiv Avqib ¯íZvq gvSwi gvÎvq SyK‡Z Av‡Qb e‡j cyvfvm †`qv n‡q‡Q|

†KwfW -19 cwiw¯wZi Kvi‡Y AZ¨vek¨Kxq AYyzyó KYvi NvUwZRwbZ Acyói mgmvgwqK Ae¯v Ges fwel¨Z cfve c‡¶c‡Yi Rb¨ evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` KZK.MnxZ GB কার্যক্রম ‡Kej evsjv‡`‡kB bq, ‰ewkKfv‡el GKwU ব্যতিক্রমধর্মী ও অগ্রণী উ‡`¨vM e‡j we‡ewPZ n‡q‡Q|

evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` D³ M‡elYvq cvß djvdj I myb`ó mgwikmg‡ni Dci wfwË K‡i bxwZ wbaviK‡`i Rb¨ GKwU Ôcwjwm wedÔ c¯Z K‡i‡Q hv mgwšZ, mysMwVZ Ges mvgÄm¨c¥ Dcv‡q bxwZ wbaviKMY‡K AYyzyó KYvi NvUwZRwbZ Acyói cfve †gvKwejvq GKwU cwiKíbv cYq‡b mnqZv Ki‡e|

RvZxq chv‡q eûLvZwfwËK wbDwUkb mvwf‡jÝ wm‡÷g cYq‡bi Rb¨ wb‡`wkKv c¯Z

Nutritional surveillance GKwU Ggb GKwU c×wZMZ e¨e¯v hv cyó welqK Z_¨ I DcvË ˆZwi, we‡klY, e¨vL¨v Ges wewfb Kvhc©g mycwik Kivq ¸iæZc¥ fwgKv iv‡L| Gi D‡Ïk¨ nj RbM‡Yi cyó cwiw¯wZi AebwZi ceevfvm †`Iqv, hv‡Z `ÿhvM Ges †Kwf‡Wi g‡Zv cwiw¯wZ‡Z mgqg‡Zv cwZ‡ivag‡K Ges/A_ev ms‡kvabg‡K c`‡¶c †bIqv †h‡Z cv‡i| Nutritional surveillance Gi Ab¨ gvÎv nj cyói cwiw¯wZ AMMwZi Pjgvb ch‡e¶Y Icwiex¶Y hv mweKfv‡e Dbq‡bi wb‡`kK wn‡m‡e cKvk K‡i| evsjv‡`k weMZ †ek K‡qK `kK a‡i Nutritional surveillance e¨e¯v cPwjZ wQj, Z‡e Zv wQj cavbZ GK‡Kw›`K, cKí wfwËK Ges `ÿZ fv‡e †UKmB|

eZgv‡b, AZx‡Zi ‡h ‡Kvb mg‡qi Zyjbvq evsjv‡`‡k, Acyó †gvKv‡ejvi Rb¨ m‡ev"P chv‡q Afz¯ce- ivR‰bwZK A½xKvi i‡q‡Q| ‡`‡ki cyói eZgvb cwiw¯wZ wek¨vm¨ m‡¤§j‡b MnxZ cyó welqK QqwU j‡¶¨i AMMwZi ch‡e¶‡Yi c‡qvRbxqZv Nutrition surveillance wm‡÷g cwZôvi c‡qvRbxqZv‡KB wb‡`k K‡i|

RvZxq chv‡q, miKv‡ii m‡ev"P chv‡qi A½xKvi Gi †cw¶‡Z evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` 2021 mv‡j GKwU Nutritional surveillance Rb¨ e¨e¯v cwZôv Kivi j‡¶¨ GKwU wb‡`wkKv ˆZwi K‡i‡Q hv eûLvZwfwËK, chy³MZfv‡e AvayjbK, †UKmB I cv‡qwMK Kvhc©g e¨e¯vi Dci cwZwôZ| c¯weZ GB Nutritional surveillance wb‡`wkKwU cyói gvbweK Ges Dbqbg‡K Dfq gvÎv‡KB

wb‡`k K‡i‡Q| c¯weZ Nutritional surveillance GKwU wbqwgZ e¨e¯v hvi j¶¨ n‡e cyó msc©vš¯í‡gqv`x, ga¨‡gqv`x Ges `xN‡gqv`x cavb mPK¸wji Pjgvb AMMwZ ch‡e¶Y Kiv| c¯weZ GB Nutritional surveillance Gi GKwU Abb¨ ‰ewkó¨ nj GB wb‡`wkKwU cyó msc©vš কার্যক্রম cwiPvjbvKvix wewfb ms¯v Ges Dbqb mn‡hwM‡`i g‡a¨ m¤ve¨ me ai‡Yi mgšq Ges ‡`‡ki ‡h ‡Kvb cwiw¯wZ we‡ePbvq Gi ev¯evqb m¤úwKZ we‡klY c`vb| GB wb‡`wkKwU GKwU KvhKi Nutritional surveillance wm‡÷g cwZôvi Rb¨ m¤ve¨ Li‡Pi we‡klYI c`vb K‡i|

cyó Ges wj½ ms‡e`bkxjZv ewx.i j‡¶¨ evsjv‡`‡ki mvgwRK wbivcËv bxwZ, KgmPxmgn- chv‡jvPbv

mvgwRK wbivcËv KgmPx wewfb ai‡Yi mnvqZvi gva¨‡g RbMY we‡kl K‡i `y Rb‡MvôxI `wi`¨ Ges Acyó nv‡m Ae`vb iv‡L| mvgwRK wbivcËv KgmwP¸‡jv‡Z cyó welq¸‡jv m¤ú.³.Ki‡Yi Rb¨ eûwea cšv i‡q‡Q hv cyónxbZvi wewfb AšwbwnZ I †gŠwjK KviY †gvKv‡ejvi gva¨‡g cyó wbwðZ Kivi GKwaK Dcvq c¯ve K‡i| mvgwRK wbivcËv KgmwPi i¦c‡iLv cYqb cv°v‡j Zv‡`i D‡Ïk¨, j¶¨ Ges Kvhcg hv‡Z cyó ms‡e`bkxj nq G welq j¶¨ ivLv c‡qvRb, ‡hgbwU RvZxq mvgwRK wbivcËv †KŠkjcÎ (2015) Ges wØZxq RvZxq cyó KgcwiKíbv (2016-2025)-G mycwik Kiv n‡q‡Q|

GB j‡¶¨ evsjv‡`k RvZxq cyó cwil` Ges gwšcwil` wefv‡Mi †hŠ_ D‡`¨v‡M Dbqb Askx`vi‡`i mn‡hwMZvq cvmw½K mvgwRK wbivcËv bxwZ I KgmPxmgn- cyó ms‡e`bkxj wKbv, wØZxq RvZxq cyó KgcwiKíbv (2016-2025) Ges RvZxq mvgwRK wbivcËv †KŠkj (2015) †gvZv‡eK cyó Kvhcg Aš—f³ K‡i‡Q wKbv Zv chv‡jvPbv K‡i Ôcyó Ges wj½ ms‡e`bkxjZv ewx.i j‡¶¨ evsjv‡`‡ki mvgwRK wbivcËv bxwZ, KgmPxmgn- chv‡jvPbvÕ welqK GKwU cwZ‡e`b ˆZix K‡i‡Q| chv‡jvPbv cwiPvjbv Kivi R‡b¨ evsjv‡`k RvZxq cyó cwil`, gwšcwil` wefvM, Dbqb mn‡hvMx, wk¶we`¨, M‡elK Ges mswkó we‡klÁ‡`i wb‡q GKwU Ô†UKwbK¨vj IqvwKs MycÕ MVb Kiv n‡q‡Q| †UKwbK¨vj IqvwKs M‡c‡K w`Kwb‡`kbv c`vb I ZËveavb Kivi R‡b¨ MVb Kiv n‡q‡Q Ôw_g¨wUK A¨vWfvBRwi M‡cÕ| mvgwRK wbivcËv bxwZ I KgmPx mscÖvš— bw_mgn- chv‡jvPbv, we‡klÁ Z_¨`vZvi mv¶vrKvi, civgk, GKwaK mfv Ges A‡bK¸‡jv Kgkvjvi gva¨‡g chv‡jvPbwU cwiPvjZ nq| cyó bxwZmgn- chv‡jvPbvi Rb¨ RwZmsN Ges †¯wjs Avc wbDwUkvb-Gi cyó bxwZ chv‡jvPbv mscÖvš— wb‡`wkKv Abyôv‡i DbZ gvb`‡Ûi GKwU †mU e¨envi K‡i evsjv‡`k miKv‡ii †gvU evBkwU mvgwRK wbivcËv KgmPx Ges Dbqb mn‡hvMx ms¯vi QqwU KgmPx chv‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| cyó ms‡e`bkxjZvi cvkvcwk RxebPcÖ c×wZ MnY, wbivcËvnxbZv, KgmPxmg‡ni Kfv‡iR Ges wj½ mgZv we‡ePbv K‡i mvgwRK wbivcËv KgmPxmg‡ni i¦c‡iLv ‰Zix I ev¯evqb Kiv n‡qwQj wKbv Zv we‡ePbv Kiv n‡q‡Q| AvÂwjK Ges AvšRwZK †c¶vc‡U cvmw½K mvgwRK wbivcËv KgmPxmg‡ni I cyó ms‡e`bkxjZv chv‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| RvZxq, AvÂwjK Ges AvšRwZK †c¶vcU ‡_‡K wk¶v wb‡q †ek wKQymycwik cYqb Kiv n‡q‡Q|

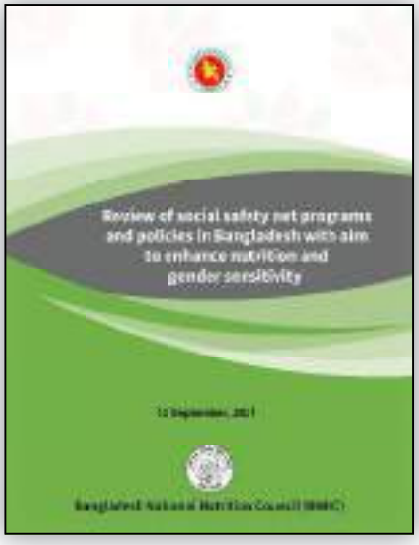

D³ chv‡jvPbv †_‡K cvß djvdj Ges mycwi‡ki Dci wfwË K‡i GKwU Ôcwjwm wedÕ c¯Z Kiv n‡q‡Q hv fwel¨‡Z `y, SyKcY- gvbyl, cwšK Ges DwÏó Rb‡MvôxI RxweKv, Lv`¨ wbivcËv I cyó Dbq‡bi j‡¶¨ wj½ mgZv wbwðZ K‡i cyó ms‡e`bkxj mvgwRK wbivcËv KgmPxi i¦c‡iLv cYq‡b bxwZ wbaviK‡`i mnvqZv Ki‡e| chv‡jvPbwU wewfb gšYvj‡qi mvgwRK wbivcËv KgmwP¸‡jv‡Z cyó ms‡e`bkxj Kvhcg Aš—f³i gva¨‡g cyó Dbq‡b Mfxi cfve †dj‡e, RvZxq mvgwRK wbivcËv †KŠkj (2015) Gi wb‡`kbv Abyôvqx Acyói ‡gŠwjK I AšwbwnZ KviY¸‡jv †gvKv‡ejv Kivi gva¨‡g DwÏó Rb‡MvôxI cyó wbwðZKi‡Y mnvqK n‡e Ges `wi`¨ we‡gvP‡b ¸iæZcY- fwgKv cvjb Ki‡e|

পুষ্টি তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা

প্রায়োগিক এবং বাস্তবায়নভিত্তিক পুষ্টি গবেষণা কৌশল

বাংলাদেশে পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং এনজিও কাজ করে। অধিকাংশ গবেষণা মূলত কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে বা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অ্যাড-হক ভিত্তিতে করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে অনেক সময় সমন্বয়ের অভাব থেকে যায়। এছাড়া গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সঠিকভাবে পরস্পরকে অবহিত করা হয় না এবং তা অনেক ক্ষেত্রে অব্যবহৃত থেকে যায়। এই সমস্যা দূর করতে, বিএনএনসি এবং সান একাডেমিয়া ও গবেষণা নেটওয়ার্ক-এর যৌথ উদ্যোগে একটি প্রায়োগিক এবং বাস্তবায়নভিত্তিক পুষ্টি গবেষণা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়, যাতে করে পুষ্টি গবেষণা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সঠিক ভাবে করা যায়। উক্ত গবেষণা কৌশল বিএনএনসি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় প্রস্তুত করা হয় যা গত দশ বছরে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন পুষ্টি গবেষণা/সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে রচিত। উক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে, বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা ও বাস্তবায়নভিত্তিক ও অগ্রাধিকারমুলক একটি গবেষণা বিষয়বস্তুর তালিকা চিহ্নিত করা হয় যা একটি কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

এই গবেষণা কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে বিএনএনসির সক্ষমতা বৃদ্ধি হবে যা পুষ্টি গবেষণা পরিচালনা, সমন্বয়, তদারকি, আউটসোর্সিং, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার ভূমিকা চিহ্নিতকরণ, দ্বিত্ব বা সদৃশ গবেষণা এড়ানো সহ পুষ্টি গবেষণার ম্যাপিং করতে সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া প্রায়োগিক এবং বাস্তবায়নভিত্তিক পুষ্টি গবেষণার গুরুত্ব, আশু প্রয়োজনীয়তা, অগ্রাধিকারমূলক গবেষণার ক্ষেত্র বা বিষয়বস্তু সনাক্তকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো

পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় NPAN2 (২০১৬-২০২৫) এর কর্মপরিধির সাথে সঙ্গতি রেখে এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিএনএনসি একটি বিশদ পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রস্তুত করেছে। পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অংশীদারগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যেখানে চলমান ও ভবিষ্যৎ পুষ্টি কার্যক্রম এবং এর পরিবীক্ষন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। এই কাঠামো সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সঠিক পরিকল্পণা প্রণয়ন করতে বিএনএনসিকে সহায়তা করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অংশীদারগণের কার্যক্রমে বিদ্যমান মনিটরিং ও রিপোর্টিং পদ্ধতিতে পুষ্টি সূচককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে, NPAN2 এর পরিক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাঠামোতে ৬৪টি অগ্রগতি সূচক সমূহ থেকে মোট ২৫টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক সূচককে সনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা ৯টি মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া উক্ত ২৫টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক সূচক যা NPAN2 বাস্তবায়ণনে স্বল্প (২০১৬-২০১৮) ও মধ্য-মেয়াদী (২০১৬-২০২০) সময়কালের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদীর লক্ষ্য (২০১৬-২০২৫) অর্জনের জন্য বিএনএনসি অচিরেই সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় থেকে সবগুলো সূচক নির্বাচনপূর্বক অগ্রগতি বিশ্লেষণ করবে যা পুষ্টি পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরবে। উক্ত পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে NPAN2 এর অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবছর বার্ষিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এই প্রতিবেদন পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহায়তা প্রদান করবে। পরিশেষে, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কাঠামোর উপর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি গাইডলাইন প্রণয়ন এবং এর উপর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে বহুখাতভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করে NPAN2 এর লক্ষিত সূচকসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে সহায়ক হয়।

NPAN2 এর বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পঁচিশটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক পুষ্টি সূচকের উপর ভিত্তি করে সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন পুষ্টি জরিপে উল্লেখিত পুষ্টি অগ্রগতির তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত তথ্যের সমন্বয়ে NPAN2 এর বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের উদ্যোগে অদ্যাবধি দুটি বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯) প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

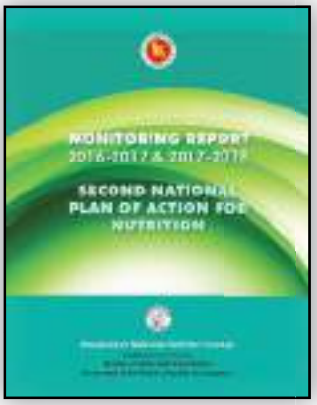

উক্ত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি মাইলফলক যেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ তথ্য এবং একই সাথে উক্ত বিভাগের সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করেছে। এই প্রতিবেদনে খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত লক্ষ্য বিশেষভাবে দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ সাধারণ জনগণ, মহিলা এবং অল্প বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্য। বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে ২৫টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক সূচকের অগ্রগতি পর্যালোচনার মাধ্যমে পুষ্টি পরিস্থিতি যাচাই এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত সুপারিশমালা পেশ করে।

অনলাইন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নেতৃত্বে বিএনএনসিকে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ সমন্বয়কারী অফিস হিসাবে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। পুষ্টি সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমকে মূলস্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে সকল নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্যের নিবিড় ও গভীর বিশ্লেষণে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, যাতে আরও সন্তোষজনক সমন্বয় নিশ্চিত হয়, নীতি সমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এই লক্ষে, বিএনএনসিতে একটি বহুবিভাগীয় পুষ্টি বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র (Data Hub) তৈরি করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নেতৃত্বে বিএনএনসিকে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ সমন্বয়কারী অফিস হিসাবে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। পুষ্টি সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমকে মূলস্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে সকল নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্যের নিবিড় ও গভীর বিশ্লেষণে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, যাতে আরও সন্তোষজনক সমন্বয় নিশ্চিত হয়, নীতি সমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এই লক্ষে, বিএনএনসিতে একটি বহুবিভাগীয় পুষ্টি বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র (Data Hub) তৈরি

করেছে। বিএনএনসি বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করেছে যেখানে NPAN2 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য প্রদর্শন, বিশ্লেষণ ও হালনাগাদ করা হচ্ছে। ড্যাশবোর্ড থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য, জাতীয় ও আঞ্চলিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে। ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শিত তথ্য সমূহ নিম্নলিখিতভাবে দেখা যাবেঃ

ক) NPAN2 এর অগ্রগতি ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং সূচক; খ) বহুখাতভিত্তিক ন্যূনতম পুষ্টি প্যাকেজের (MMNP) কার্যক্রমের ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির অগ্রগতি মূল্যায়ন; গ) জেলা ভিত্তিক পুষ্টি প্রোফাইল; এবং ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শিত তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন: http://www.bnnc.gov.bd

RvZxq I AvÂwjK chv‡q eûLvZwfwËK cyó cwiexÿY I gj-¨vqb e¨e¯vcbv

evsjv‡`‡ki cyói Ae¯v Dbœq‡b h_vh_ mgšq Ges A¨vW‡fv‡Kwm Kivi Rb¨ RvZxq I AÂjwfwËK eûgyLx cyó cwiKíbv I AbjvBb ch‡eÿY e¨e¯v

বাংলাদেশ পুষ্টি প্রোফাইল

তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাধাসমূহ তুলে ধরা, মোকাবেলা করা এবং পুষ্টি সম্পর্কিত সেবার কার্যকর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীতি নির্ধারক এবং জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য বিএনএনসি সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় জাতীয়, বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ের পুষ্টি প্রোফাইল প্রণয়ন করেছে।

২৩ শে এপ্রিল, ২০১৯ সালে একটি অনলাইন-ভিত্তিক বাংলাদেশ পুষ্টি প্রোফাইল-২০১৯ উদ্বোধন করা হয় যাতে পুষ্টি সম্পর্কিত প্রধান প্রধান সূচক ও তথ্য তুলে ধরা হয়, একই সাথে ৬৪টি জেলা এবং ৮টি বিভাগের তুলনামূলক তথ্য চিত্র উপস্থাপিত হয়। উল্লেখিত সূচকসমূহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG), বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের লক্ষ্যমাত্রা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা, ওয়াশ (WASH), শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সেবার সূচকসমূহের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া বাংলাদেশ পুষ্টি প্রোফাইল থেকে প্রাপ্ত তথ্য জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি তাদের বার্ষিক পুষ্টি পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশ পুষ্টি প্রোফাইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রমের অধিনে পরিচালিত 'পুষ্টি তথ্য ও পরিকল্পনা ইউনিট (NIPU)' এবং বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য ব্যবস্থাপনা DHIS2 থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুষ্টি প্রোফাইল দেখতে এই লিংকটি ব্যবহার করতে পারেন: www.nutritionprofile.org

বিএনএনসি এর ভবিষ্যত কার্যক্রম

বাংলাদেশে পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রমের শীর্ষস্থানীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে বিএনএনসি এর ভূমিকা আরও সংহত করতে এবং পুষ্টি সম্পর্কিত কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিএনএনসি নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিবেঃ

১। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রনালয়ে পুষ্টির জন্য বরাদ্দ এবং ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির নিমিত্তে একটি বাজেট ট্র্যাকিং পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

২। পুষ্টি পরোক্ষ কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের একটি ম্যাপিং বা তালিকা প্রণয়ন করা।

৩। সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পুষ্টি সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ পর্যালোচনা করা।

BANGLADESH PUBLIC EXPENDITURE REVIEW ON NUTRITION
MONITORING REPORT 2016-2017 & 2017-2018
SECOND NATIONAL PLAN OF ACTION FOR NUTRITION
MONITORING REPORT 2018-2019
SECOND NATIONAL PLAN OF ACTION FOR NUTRITION
Addressing Bottlenecks for the Coverage of Nutrition Sensitive Interventions in Bangladesh
DETERMINING THE IMPACT OF COVID-19 ON NUTRITION
Policy Brief
FOOD PACKAGES FOR DISASTER AFFECTED POPULATION IN BANGLADESH
Technical Recommendations
Bangladesh Advocacy Plan for Nutrition 2016-2025 & Framework for its Operationalisation
SOUTH ASIAN JOURNAL OF NUTRITION
BANGLADESH JOURNAL OF NUTRITION

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি) কার্যালয়
জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ভবন (৩য় তলা)
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন: + ৮৮-০২-২২২২৬৩০০৭
ই-মেইল: dgbnncbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bnnc.gov.bd